ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

রাজ্য সাংগঠনিক প্লেনামে গৃহীত রিপোর্ট ও প্রস্তাব

(প্রথম ভাগ)

৩০ সেপ্টেম্বর–১ অক্টোবর, ২০১৬

প্রমোদ দাশগুপ্ত ভবন, কলকাতা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
রাজ্য সাংগঠনিক প্লেনাম
৩০ সেপ্টেম্বর – ১ অক্টোবর, ২০১৬

রাজনৈতিক পটভূমি

১. ১৯৭৮ সালে যখন সাংগঠনিক প্লেনাম হয়, তখন স্বাধীনতা লাভের ৩০ বছর পর পশ্চিমবঙ্গে এক নতুন ও অনুকূল পরিস্থিতি। পার্টি ও গণফ্রন্টের বিস্তার এবং জনগণের মধ্যে পার্টির প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। পার্টি সদস্যও উচ্চহারে বাড়ে। নতুন বহুমুখী কাজ, চ্যালেঞ্জ এবং সমর্থনের প্রাবল্যের মধ্যে সালকিয়া প্লেনামের নির্দেশ অনুযায়ী সদস্যপদের মান এবং অলঙ্ঘনীয় সাংগঠনিক নীতিনিয়ম কঠোরভাবে প্রয়োগ করার কাজে যথাযথ দৃষ্টি দেওয়া যায়নি। ফলে প্লেনামের সিদ্ধান্তের প্রকৃত রূপায়ণ থেকে পার্টি ও তার সংগঠন পেছিয়ে পড়তে থাকে।

২. ১৯৯২ সালে পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেসে এক ভিন্নতর পরিস্থিতিতে সালকিয়া প্লেনামের সিদ্ধান্তগুলির রূপায়ণের পর্যালোচনা হয়। তখন সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটেছে এবং অন্যদিকে ভারতের শাসকশ্রেণিগুলির অন্যতম প্রতিনিধি কংগ্রেস কেন্দ্রের ক্ষমতায় থেকে সাম্রাজ্যবাদী নয়া-উদারনীতি চালু করেছে। উত্থান ঘটে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার। এই পরিস্থিতিতে চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসে এবং পরবর্তী পার্টি কংগ্রেসগুলিতে সাংগঠনিক ক্ষেত্রে অনেক সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সময়পর্বে পার্টির রাজ্য সম্মেলনগুলি এবং রাজ্য কমিটির সভাগুলি থেকেও সংগঠনকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করতে দৃঢ় ও লাগাতার প্রচেষ্টা গ্রহণে আমরা ব্যর্থ হয়েছি।

৩. বামফ্রন্টের সরকার পরিচালনার সুদীর্ঘ পর্বে বিশেষত শেষদিকে গণসংগঠনসমূহের স্বাধীন কার্যক্রম এবং বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যা ও বিষয়গুলি নিয়ে আন্দোলনে জনগণকে সমবেত করার কাজে দুর্বলতা দেখা দেয়। গণসংগঠনের স্বাধীন ভূমিকা, গণতান্ত্রিক পরিচালনা এবং বিপ্লবী পার্টি হিসাবে পার্টিকে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন সময়ে পদক্ষেপ নেওয়া হলেও আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হয়নি, জনসমর্থনের ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটেছে। শিথিল অন্তর্ভুক্তির কারণে পার্টি সদস্যদের গুণমান হ্রাস পাওয়ায় শ্রেণিসংগ্রাম ও মতাদর্শগত সংগ্রাম দুর্বল হয়েছে। পার্টি সংগঠনে এবং একাংশের পার্টি কমরেডদের

মধ্যে নানা অবাঞ্ছিত ঝোঁক অনুপ্রবেশ করে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার যথাযথ অনুশীলন। এর সামগ্রিক পরিণামে পার্টির সঙ্গে জনগণের বিচ্ছিন্নতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এর পাশাপাশি এ সময়ে দেখা যায় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও সাম্প্রদায়িক শক্তি ক্রমশ তাদের প্রভাব বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

৪. ২০১১ সাল থেকে ভারতের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে এক নজিরবিহীন ফ্যাসিস্তসুলভ-সন্ত্রাস চলছে। সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পার্টি সংগঠন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর একটানা প্রচণ্ড হিংস্র আঘাত রাজ্যের পার্টি সংগঠনকে অবিন্যস্ত করে তোলে। কিছু এলাকায় ২০০৮-০৯ সালেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। পুলিশি সহায়তায় শাসকদলের গণতন্ত্র-বিধ্বংসী অভিযানে এত শহীদ, এত ঘরছাড়া, হামলা, জরিমানা, জীবিকা ধ্বংস, মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানো, অফিস দখল, অগ্নিসংযোগ, ক্রমাগত হুমকি ইত্যাদির সামনে পার্টি সংগঠন অনেকটা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এরকম অভাবনীয় কঠিন পরিস্থিতিতেও উল্লেখযোগ্য অংশের পার্টি সদস্য ও কর্মী সাহসের সঙ্গে লড়াই করে বিরাট অবদান রেখেছেন। ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর এই সর্বাত্মক ও বহুমাত্রিক আক্রমণের তীব্রতাবৃদ্ধি এক নতুন চরিত্র অর্জন করেছে। দুর্নীতি-কেলেঙ্কারি থেকে সঞ্চিত বিপুল অর্থশক্তি ও গোটা পুলিশ-প্রশাসনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে প্রতিবাদ-দমন ছাড়াও স্বায়ত্তশাসিত, নির্বাচিত ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দখল করার উন্মত্ত অভিযান শাসকদল চালিয়ে যাচ্ছে। হাত বাড়িয়েছে রাজ্যের বাইরে ত্রিপুরা ও অন্যত্র। নিঃসন্দেহে মোদী সরকারের পূর্ণ মদত তাতে রয়েছে। এই সন্ত্রাস-আক্রমণ থেকে বামপন্থী, বিরোধী শক্তি, ব্যক্তি এবং সাধারণ প্রতিবাদী মানুষও আক্রান্ত। এমনকি রাজ্যের কংগ্রেসও রেহাই পায়নি।

৫. ১৯৯১-৯২ সালে সঙ্ঘ পরিবারের নতুন করে হিন্দুত্ব এবং সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের অভিযান সারা ভারতের মতো পশ্চিমবঙ্গেও প্রভাব ফেলেছে। ১৯৯৭-৯৮ সালে কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সঙ্ঘ পরিবার ও তার রাজনৈতিক মঞ্চ বিজেপি-র সঙ্গে হাত মেলায়। ২০০১ বিধানসভা নির্বাচনের সময় ব্যতিরেকে গোটা পর্বে এই সম্পর্ককে নানাভাবে আড়াল করা এবং গড়াপেটার চেষ্টা হলেও উভয়ের অলিখিত এই আঁতাত চাপা থাকেনি। ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচন বিশেষত ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্ঘ পরিবার ও বিজেপি-র আঁতাত বৃদ্ধি পায় এবং সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ এক নতুন মাত্রা লাভ করে। তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনে আর এস এস তার প্রভাব ও সংগঠন বৃদ্ধি করার জন্য উর্বর ক্ষেত্র পায়। অন্যদিকে সম্পূরক ভূমিকায় তৃণমূল কংগ্রেসের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদী শক্তিকে জোটবদ্ধ হতে দেখা যায়।

৬. পুলিস প্রশাসনকে ব্যবহার করে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের ফ্যাসিস্তসুলভ সন্ত্রাস এবং রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন বিজেপি ও তার পরিচালক আর এস এস-এর উগ্র সাম্প্রদায়িক মেরুকরণে আক্রমণের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় কমিউনিস্ট, বামপন্থী, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং স্বৈরতান্ত্রিক তৃণমূলী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী শক্তি।

তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক ভূমিকা পালন করায় বর্তমান পরিস্থিতি এক বিপজ্জনক মোড় নিচ্ছে ।

৭. ৩১ শতাংশ ভোট লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বি জে পি ক্ষমতায় এসে নয়া-উদারবাদী নীতি কার্যকর করতে আগ্রাসী পথ নিয়েছে। পাশাপাশি, সাম্প্রদায়িক লক্ষ্য পূরণে আর এস এস নেতৃত্বাধীন হিন্দুত্বের শক্তির পূর্ণমাত্রার অভিযান শুরু হয়। এই উভয়বিধ অভিযানই ক্রমবর্ধমান স্বৈরতন্ত্রের লক্ষণ যা ইতিমধ্যেই প্রকট হয়ে উঠছে। বাড়ছে সাম্প্রদায়িকতাভিত্তিক ফ্যাসিস্ত প্রবণতা বৃদ্ধির বিপদ। কর্পোরেট ও হিন্দুত্ব এই দ্বৈত শক্তি পরিস্থিতিকে আরও দক্ষিণপন্থার দিকে নিয়ে যেতে ইন্ধন জোগাচ্ছে। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে ফ্যাসিস্তধর্মী আর এস এস নিয়ন্ত্রিত বি জে পি একটি ব্যতিক্রমী বুর্জোয়া দল, সাধারণ বুর্জোয়া দল নয়। এই দলেরই 'স্বাভাবিক মিত্র' তৃণমূল কংগ্রেস এ রাজ্যে ফ্যাসিস্তসুলভ পদ্ধতিতে গণতন্ত্র হত্যার অভিযানকে বর্তমান সময়ে নতুন মাত্রায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিচ্ছে।

৮. তৃণমূল কংগ্রেস ভারতে এমন এক ব্যতিক্রমী আঞ্চলিক দল; রাজ্যে ক্ষমতায় এসে যারা একতরফা ফ্যাসিস্তসুলভ সন্ত্রাসের পদ্ধতিতে নজিরবিহীন শাসন পরিচালনা করছে। আন্তর্জাতিক কি জাতীয় স্তরে দক্ষিণপন্থী, নয়া-ফ্যাসিবাদী, মৌলবাদী শক্তি ও দলগুলি সাম্রাজ্যবাদী নয়া-উদারনীতির অনুগামী । তৃণমূল কংগ্রেসও ব্যতিক্রম নয়। সরকারকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে রাজ্যের শাসকদল উপভোক্তা তৈরি করে সাময়িকভাবে হলেও, তাদের সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয়। এছাড়া তারা বামপন্থী বুলি আওড়ে জনমোহিনী স্লোগান ও মিথ্যা বাগাড়ম্বর-সর্বস্ব উত্তুঙ্গ প্রচারের আশ্রয় নেয়। সমাজের নিকৃষ্ট সমাজবিরোধীদের আশ্রয়স্থলে পরিণত এই দল; দেশের প্রতিক্রিয়াশীল ও কর্পোরেট শক্তির মদতপুষ্ট এবং রাজ্যে কায়েমী স্বার্থের মুখ্য রাজনৈতিক প্রতিনিধি; বর্তমানের ধান্ধার (crony) ধনতন্ত্রের সৃষ্ট রাজনীতির উগ্ররূপ। গ্রাম ও শহরে গজিয়ে ওঠা নব্য ধনী এবং তাদের পোষ্য লুম্পেনবাহিনী এদের অন্যতম শ্রেণিভিত্তি। উগ্র বামবিরোধিতার জন্যই এরা সাম্রাজ্যবাদের মদত পায়। রাজ্যের আঞ্চলিক বুর্জোয়ারা বৃহৎ না হলেও এরা বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণির নয়া-উদারবাদী আর্থিক নীতি ও ব্যবস্থার অনুগামী। তৃণমূল কংগ্রেস এই অংশেরও প্রতিনিধিত্ব করে। শাসকদল তার 'এক নেত্রী, এক দল' স্লোগান কার্যকর করতে প্রশাসন ও সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রকে তার দ্বিধাহীন আনুগত্যের মধ্যে নিয়ে আসতে সবধরনের স্বৈরাচারী পন্থা অনুসরণ করে। ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখতে চরম সুবিধাবাদী অবস্থান থেকেই এরা এমনকি বিভেদপন্থা ও সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে মদত দেয়। চিট ফান্ডের কার্যকলাপ, দুর্নীতি, কেলেঙ্কারি, ঘুষ, তোলাবাজিকে সর্বস্তরে এই দল প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। ফ্যাসিস্তসুলভ সন্ত্রাস ও বিশাল পরিমাণ অর্থের সাহায্যে এবং কেন্দ্রের শাসকদলের মদতপুষ্ট হয়ে এরা পশ্চিমবঙ্গকে প্রতিবাদশূন্য ও বিরোধীশূন্য করার চেষ্টা করছে। এই অভীষ্ট পূরণের জন্য আদালত, নির্বাচন কমিশনসহ সংবিধান-স্বীকৃত রীতিনীতি ও স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানগুলিকে আক্রমণ বা অগ্রাহ্য করা এই দলের ফ্যাসিস্তসুলভ কার্যকলাপেরই অঙ্গ । রাজনৈতিক

চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের বিচারে দেশের অন্যান্য আঞ্চলিক বুর্জোয়া-জমিদারদের দলগুলির সঙ্গে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে সমতুল্য বিবেচনা করা যায় না। রাজ্যের ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর এদের ফ্যাসিস্তসুলভ আক্রমণ উত্তরোত্তর প্রকট হয়েছে। গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে ঐতিহ্যশালী পশ্চিমবঙ্গের জনগণ গণতন্ত্র-নিধনের এই বর্বর শক্তিকে পরাস্ত করে গণতন্ত্র-পুনঃপ্রতিষ্ঠার চলমান সংগ্রামকে নিশ্চিতভাবেই জয়ী করবেন । তবে তৃণমূল শাসনে উদ্ভূত দ্বন্দ্ব, শাসক দলের শ্রেণি চরিত্র ও সেগুলির পরিবর্তনগুলির প্রতি আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

৯. বর্তমান সময়ে আধুনিক গণমাধ্যম ও উন্নত প্রযুক্তিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকসহ সমস্ত ক্ষেত্রে নয়া-উদারবাদী শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গির বহুল মতাদর্শগত প্রচার, অজস্র স্বার্থান্বেষী এন জি ও-র ক্ষতিকারক কার্যকলাপের বিস্তার এবং সেইসঙ্গে নব কলেবরে উদিত পরিচিতি সত্তার মারাত্মক ঝোঁকগুলিকে উসকানির মাধ্যমে বিভাজনী রাজনীতিকে মদত দান ইত্যাদি গুরুতররূপে শ্রেণি ও গণ-আন্দোলন বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পার্টি ও জনগণকে মুক্ত করার কাজ কঠিন অথচ গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রেক্ষিতে পার্টি সংগঠনকে চাঙ্গা ও শক্তিশালী করার জন্য গোটা পার্টির মতাদর্শগত মান উন্নত করাই মুখ্য কাজ।

১০. সর্বভারতীয় প্লেনামে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে সংক্ষেপে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতি উল্লিখিত হয়েছে। সেই পটভূমিতে সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বিভিন্ন শ্রেণির ওপর নয়া-উদারবাদী নীতির প্রভাবজনিত পরিবর্তন ও এ সম্পর্কিত কারণে পার্টির কর্তব্য নিয়ে দিক নির্দেশ করা হয়েছে। তাছাড়া, নতুন পরিস্থিতিতে জমি-কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষদের সংগঠিত করার প্রশ্ন, শ্রমিকশ্রেণি এবং মধ্যবিত্ত ও শহর এলাকায় কাজ সম্পর্কে দিক নির্দেশ করা হয়েছে। রাজনীতি ও মতাদর্শের ক্ষেত্রেও এই নয়া-উদারবাদজনিত পরিবর্তনগুলির প্রভাব পড়ছে। প্রয়োজন দেখা দিয়েছে পার্টি সংগঠনকে এই পরিস্থিতিতে শক্তিশালী করে তোলা, গণফ্রন্টগুলির দৃষ্টিভঙ্গি, কাজের ধারা ও স্লোগান পরিবর্তনের।

১১. আমাদের সীমান্ত রাজ্যগুলির এবং প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিশেষ প্রভাব পশ্চিমবঙ্গেও পড়ে। বিভিন্ন ভাষাভাষী, ধর্মীয় সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠী উল্লেখযোগ্য পরিমাণে এ রাজ্যে রয়েছে। তফসিলি জাতি ও আদিবাসী, সংখ্যালঘুরা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৬ শতাংশ। প্রতিক্রিয়ার রাজনীতির আবর্তে এদের বিভক্ত করার ও টেনে নেওয়ার প্রক্রিয়া ক্রমশ বাড়ছে। এই কারণে সংগ্রাম এবং সংগঠনের নতুন দিশা নির্ধারণ ও প্রয়োগের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রথম অধ্যায়

ক) গণ-লাইন নিয়ে বিপ্লবী পার্টি গড়ার লক্ষ্যে

১. সর্বভারতীয় প্লেনাম থেকে গণ-লাইন নিয়ে বিপ্লবী পার্টি গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার ডাক দেওয়া হয়েছে। এর জন্য ''সংগঠন সম্পর্কিত প্রস্তাব''-এ যে কর্তব্য নির্ধারিত হয়েছে তা রূপায়ণের জন্য সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা সুনির্দিষ্ট করে এক বছরের মধ্যে অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে রাজ্য কমিটিগুলিকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

২. জরুরি প্রয়োজন হিসেবে দেখা দিয়েছে : গণ-লাইন গ্রহণ করে আমাদের স্বাধীন শক্তি ও হস্তক্ষেপের ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি করা, বাম ঐক্যকে শক্তিশালী করা এবং প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণিগুলিকে কোণঠাসা করে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে সংগ্রামী মোর্চা হিসেবে গঠন করা।

খ) পার্টি সংগঠন

১. বর্তমান পরিস্থিতির উপযোগী শক্তিশালী পার্টি সংগঠন গড়ে তুলতে অপরিহার্য সাংগঠনিক কর্তব্য হলো : গণ-লাইন কার্যকর করতে ও গণসংগ্রাম গড়ে তুলতে পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো সুবিন্যস্ত (স্ট্রিমলাইন) করা; উন্নতমানের পার্টি সদস্য; গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তির উপর পার্টিকে দাঁড় করানো; মতাদর্শগত সংগ্রাম; গণফ্রন্টের স্বাধীন কার্যক্রম গ্রহণ ও গণতান্ত্রিক পরিচালনা এবং শ্রেণি ও গণসংগ্রামের নতুন অভিমুখ।

২. **পার্টি কেন্দ্র** : পার্টির সাংগঠনিক কাঠামোর কেন্দ্রীয় স্থানে রয়েছে পার্টি কেন্দ্র। সমন্বয় ও সহমতের ভিত্তিতে রাজ্য পার্টি কেন্দ্র কাজ করলেও পরিস্থিতির চাহিদা ও কাজের চাপ অনুযায়ী রাজ্য কেন্দ্রের ঘাটতি লক্ষ্যণীয়। রাজ্য পার্টি কেন্দ্রকে ঘিরে কাজের উন্নততর পদ্ধতি প্রকৃত অর্থে এখনও চালু করা সম্ভব হয়নি। দৈনন্দিন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ এবং জেলা ও নিম্নতর কমিটিগুলির ক্ষেত্রে সাংগঠনিক সিদ্ধান্তগুলি রূপায়ণের তদারকি ও সময়মতো হস্তক্ষেপে রাজ্য কেন্দ্রের ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। গণফ্রন্টগুলি নিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে ও সময়ভিত্তিক আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় না। অনেক কাজের চাপে সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের এবং সামগ্রিকভাবে সম্পাদকমণ্ডলীর কাজের পর্যালোচনাও হয় না। এর ফলে যৌথ কাজের ধারাও ব্যাহত হয়।

২.১ ডিসেম্বর মাসের মধ্যে রাজ্য কেন্দ্রের কাজের অগ্রগতি ঘটাতে এবং রাজ্য কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত কমরেডদের কাজের ধরনে পরিবর্তন ঘটাতে সুনির্দিষ্ট কিছু পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (১) অক্টোবর মাসের মধ্যে সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের কাজের রির্পোট নেওয়া হবে এবং তার ভিত্তিতে পর্যালোচনা হবে। (২) নভেম্বর মাসের মধ্যে সম্পাদকমণ্ডলীর কাজের মূল্যায়ন খোলামেলা আলোচনা এবং সমালোচনা-আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করা হবে। (৩) এরপর

প্রয়োজন সাপেক্ষে দায়িত্বের পুনর্বণ্টন হবে। (৪) গণফ্রন্টের কাজের ধারা পরিবর্তন এবং সাংগঠনিক প্লেনামের সিদ্ধান্ত রূপায়ণের অগ্রগতি নিয়ে রিপোর্ট সম্পাদকমণ্ডলী আলোচনা করে রাজ্য কমিটির কাছে নিয়ে আসবে। (৫) ত্রুটি সংশোধন অভিযান আগামী জানুয়ারির মধ্যে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী এবং রাজ্য কমিটি স্তর থেকে নতুন পর্যায়ে শুরু হবে এবং সব কমিটি, ইউনিট ও সব সদস্যের ক্ষেত্রে মার্চ মাসের মধ্যে তা করতে পার্টি কেন্দ্রগুলিকে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করতে হবে।

২.২ পার্টির জেলা কেন্দ্রগুলির পরিচালনার ত্রুটি ও দুর্বলতা কাটিয়ে তোলা যায়নি। রাজ্য কমিটির কাছে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠানো যেমন রাজ্য কমিটির চাওয়া তথ্য এবং হিসেব, কেন্দ্রীয় কর্মসূচি রূপায়ণ, উদ্যোগ ও অংশগ্রহণের বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা, বিভিন্ন ঘটনাবলী, পুনঃনবীকরণ, গণসংগ্রহ, পত্র-পত্রিকা ও পুস্তিকা প্রচার এবং দাম আদায় ইত্যাদি অনেক বিষয়ে জেলা কেন্দ্রগুলির কিছুটা শিথিল মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক ও অন্যান্য ঘটনাবলীর ক্ষেত্রেও যথাযথ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার অভাব লক্ষ্য করা যায়। যৌথ কর্মধারা যথাযথ না হওয়ায় তার নেতিবাচক প্রভাব নিম্নস্তরে কমিটি এবং ইউনিটগুলিতেও দেখা যায়। এর পরিণতিতে এবং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি অনুশীলনে ঘাটতির কারণে পার্টি সংগঠনের অভ্যন্তরে যে ক্ষতিকর ঝোঁকগুলির কথা সর্বভারতীয় প্লেনামে বলা হয়েছে তার সবকটি রাজ্যে বিদ্যমান। রাজ্য কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করে জেলা কেন্দ্রকে শক্তিশালী করতে এবং যৌথ কর্মধারা ও পরিচালনা উন্নত করতে চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ শুরু করা হবে।

৩. সাংগঠনিক পুনর্বিন্যাস

১. দীর্ঘ সময় ধরে আমরা শাখার দুর্বলতা, শাখা পরিচালনার ত্রুটি, শাখা ও কমিটি সদস্যদের সক্রিয়তা-নিষ্ক্রিয়তা, পার্টিতে অন্তর্ভুক্তি এবং সর্বস্তরের পার্টি সদস্য ও কমিটিগুলির মানোন্নয়নের সমস্যা, জনগণের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ রক্ষায় ঘাটতিজনিত সমস্যা এবং গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সিদ্ধান্তগুলি যথাযথ রূপায়িত না হওয়া, আন্দোলন-সংগ্রামের কর্মসূচি সফল করতে এমনকি একাংশের নেতৃস্থানীয় কমরেডদেরও একটা দায়সারা মনোভাব ইত্যাদি গুরুতর সমস্যাগুলি আলোচনা করে আসছি। এই সমস্যাগুলির কারণ এবং সাংগঠনিক কর্তব্যসমূহ রূপায়ণের ব্যর্থতা দূর করতে বিভিন্ন সময়ে অনেক সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। সর্বভারতীয় প্লেনাম উপলক্ষে প্রো-ফর্মা অনুযায়ী সংগৃহীত সাংগঠনিক তথ্য পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় পার্টি সংগঠনের তেমন অগ্রগতি ঘটাতে আমরা সক্ষম হইনি। বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবনতি ঘটেছে।

২. গত বিধানসভা নির্বাচনের প্রাথমিক পর্যালোচনায় এইরকম অপ্রত্যাশিত ফলাফলের জন্য রাজনৈতিকসহ নানা কারণ থাকলেও সাংগঠনিক কারণগুলিকে মুখ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৪. শাখা ও মধ্যবর্তী কমিটি

১. ন্যূনতম মানদণ্ড অনুযায়ী শাখা ও মধ্যবর্তী কমিটিগুলি পরিচালনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুরুতর সমস্যা স্তূপীকৃত হয়েছে। এ জি গঠন ও পরিচর্যা, ত্রুটিপূর্ণ অন্তর্ভুক্তি, চেতনার নিম্নমান, নিষ্ক্রিয়তা ও আধা-সক্রিয়তা এবং কাজের চেক-আপের ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণে ঔদাসীন্য ইত্যাদি কারণে এই সমস্যাগুলি সংগঠনে জটিল আকার নিচ্ছে। ফলত গণ-লাইন বা জনগণের সঙ্গে অধিক সংযোগ বৃদ্ধি করার কাজ মারাত্মকভাবে অবহেলিত। বর্তমান পরিস্থিতিতে উচ্চতর কমিটির সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি এই সাংগঠনিক অবস্থার কারণে শাখা পর্যন্ত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পৌঁছায় না। পৌঁছালেও তা ব্যাখ্যাবিহীন বা ভাসা-ভাসা ধরনের। লোকাল কমিটিগুলিও সর্বত্র সমানভাবে অবহিত হয় না। ইউনিট বা কমিটিগত চাহিদাও তেমন দেখা যায় না। অথচ, সমগ্র জনগণের সঙ্গে গোটা পার্টির জীবন্ত সংযোগসেতুর বা গণলাইন কার্যকর করার এক প্রধান স্তম্ভ হলো শাখা । সর্বভারতীয় প্লেনামের ডাক হলো 'সদস্যপদের মান রক্ষা করতে হবে; নিষ্ক্রিয় সদস্যদের থেকে পার্টিকে মুক্ত করতে হবে।' এটা সবস্তরের সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । নিষ্ক্রিয় ও আধা-সক্রিয় সদস্যরা পুরোপুরি সক্রিয় না হলে তাদের বন্ধু বা দরদি থাকার অনুরোধ করতে হবে। পাঁচ দফা মানদণ্ডের ভিত্তিতে পার্টি সদস্যপদের পুনর্নবীকরণ করতে হবে এবং পার্টি সদস্যপদের প্রধান মাপকাঠি হতে হবে শ্রেণি ও গণসংগ্রামে অংশগ্রহণ। অন্তর্ভুক্তিতে পার্টির গঠনতন্ত্র ও পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহ কঠোরভাবে **প্রয়োগ** করতে হবে। অন্তর্ভুক্তি ও পুনর্নবীকরণের মাপকাঠি মেনে চলার বিষয়ে তদারকির দায়িত্ব জেলা ও রাজ্য কমিটিকেও নিতে হবে।

২. গণলাইনের ওপর ভিত্তি করে রাজ্য কমিটি থেকে শাখাস্তর পর্যন্ত সংগঠনকে মানোন্নত, সুবিন্যস্ত, গতিশীল, সংগ্রামশীল ও মজবুত করতে সাংগঠনিক কাঠামোর কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন।

২.১ কমিটির আয়তন অপেক্ষাকৃত ছোট হবে যাতে সভাগুলিতে অর্থবহ খোলামেলা আলোচনা হয় এবং সভাগুলি হবে দ্রুত, সুশৃঙ্খল, কার্যকরী ও বাহুল্যবর্জিত (business-like)। সঠিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে একমাত্র সদাসক্রিয় ও উচ্চমানের ক্যাডারদের মধ্য থেকে কমিটি সদস্য হবে। সদস্যদের নিষ্ঠা, দায়িত্ব ও কর্তব্য, অধিকার ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে তাদের সচেতনতা অপরিহার্য।

২.২ প্রতিটি পার্টি কেন্দ্রকে শক্তিশালী করতে হবে এবং পার্টি নেতৃত্বের মধ্যে যথাযথ দায়িত্ব বণ্টন ও তা রূপায়ণের ক্ষেত্রে কাজের নিয়মিত রেকর্ড ও চেক-আপ ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

২.৩ লোকাল কমিটি ও জোনাল কমিটির জায়গায় জেলা ও শাখাগুলির মধ্যে মধ্যবর্তী একটিই কমিটি হবে। খোলামেলা আলোচনায় মূল্যায়ন ও নিয়মিত চেক-আপ প্রক্রিয়া ছাড়া কাউকে কমিটি সদস্য করা হবে না। এই মূল্যায়নে ও চেক-আপের প্রক্রিয়ায় জেলাকেন্দ্রের সক্রিয় ভূমিকা থাকবে। এই কমিটির আয়তন লোকাল কমিটি ও জোনাল কমিটির মধ্যবর্তী সংখ্যা যেমন ১৫, বিশেষ বৈশিষ্ট্যের এলাকা নিয়ে কমিটি হলে সর্বোচ্চ

সংখ্যা হতে পারে ১৭। মধ্যবর্তী কমিটিভুক্ত এলাকা, জি পি, ওয়ার্ড ইত্যাদির সংখ্যা গ্রাম, গঞ্জ, শহর, শিল্প এলাকা, প্রশাসনিক এলাকা, বুথ, নির্বাচন কেন্দ্র, জনবিন্যাস বিবেচনা করে স্থির হবে। কমিটিগুলিতে বয়ঃসীমা এবং জনবিন্যাসগত প্রতিনিধিত্বের মাপকাঠি ও অনুপাত রাজ্য কমিটি পরে বিবেচনা করবে । সম্পাদককে সর্বক্ষণের কর্মী হতে হবে। এই লক্ষ্যপূরণে সহায়কের ভূমিকা নিয়ে আগে থেকেই উচ্চতর কমিটি সবরকমের চেষ্টা করবে ও কার্যকরী পদক্ষেপ নেবে।

২.৪ লোকাল কমিটি ও জোনাল কমিটির যে সদস্যরা বাদ পড়বেন, তাঁদের মধ্য থেকেও তুলনায় উন্নততর মান, সক্রিয়তা, সচেতনতা ও কার্যকারিতা বিবেচনা করে পুনর্গঠিত শাখার সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।

২.৫ প্রতিদিনই কিছু দায়িত্ব পালন করতে পারেন, এরকম সদস্যরাই মধ্যবর্তী কমিটির অন্তর্ভুক্ত শাখাসমূহের শাখা-সদস্য হবেন। মহিলা, আদিবাসী, তফসিলি এবং ছোট জনগোষ্ঠী ও সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে কিছুটা নমনীয় মনোভাব দরকার। গরিব অংশ থেকে আগত সদস্যরা যারা জীবনধারণ ও জীবিকার জন্য দৈনন্দিন সময় দিতে পারেন না, অথচ আন্তরিকভাবেই পার্টির নীতি-আদর্শ মেনে কাজ করেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও বিচার-বিবেচনা করে কিছুটা নমনীয়তা বাঞ্ছনীয়। প্রতি তিনমাস অন্তর শাখা সদস্যদের কাজের চেক-আপ হবে। তার ভিত্তিতেই একমাত্র সদস্যপদের পুনর্নবীকরণ হবে।

২.৬ পার্টি বিকাশের মূল চাহিদা সামনে রেখে এলাকার বাস্তবতা ও কার্যকারিতার বিচারে বর্তমান শাখাগুলির পুনর্বিন্যাস হবে। সক্রিয় সদস্যদের শক্তিশালী শাখা এর মূল লক্ষ্য। দক্ষ শাখা সম্পাদক হবে এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। কার্যকরী পুনর্বিন্যাসে শাখার সংখ্যা স্বভাবতই অনেক কমবে। পেশাগত ইউনিট ও কেন্দ্রীয় (রাজ্য, জেলা বা মধ্যবর্তী ইউনিট) ইউনিট কমপক্ষে তিনজন (পূর্ণ ২) সদস্যবিশিষ্ট হবে। জনগণের মধ্যে নিয়মিত কাজ করে, এমন শাখায় কমপক্ষে ৭ জন সক্রিয় সদস্য (কমপক্ষে চারজন পূর্ণ সদস্য) থাকতে হবে। শাখায় কমপক্ষে একজন মহিলা ও দু'জন কমবয়সি (অনধিক ৩০ বছর) থাকবে। প্রয়াস থাকবে যাতে মোট এক-তৃতীয়াংশের বয়স অনধিক ৩০ বছর হয়। প্রত্যেক শাখা সদস্যের পার্টিগত ও গণফ্রন্টগত দায়িত্ব বাধ্যতামূলক। পুনর্বিন্যস্ত শাখাস্তরে মহিলা ফ্রন্টের প্রাথমিক ইউনিট গঠন করতে হবে ।

২.৭ যাঁরা বয়স্ক, অসুস্থ বা কর্মক্ষমতাহীন, অথচ দীর্ঘকাল অবদান রেখেছেন, তাঁরা মধ্যবর্তী কমিটি স্তরের কেন্দ্রীয় ইউনিটে বা জেলা কেন্দ্রের ইউনিটে থাকবেন, তাঁদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হবে। তাঁরা চাইলে শাখায় সহযোগী হিসেবেও কাজ করবেন।

২.৮ যেসব বর্তমান পার্টি সদস্য দৈনন্দিন কাজে সময় দিতে পারেন না, অথচ নির্বাচন বা বড় বড় কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে অংশ নেন, পার্টি সদস্যপদ না থাকলেও তাঁদের মর্যাদা দিয়ে পার্টি ও গণফ্রন্টের কাজে যুক্ত করার জন্য আন্তরিক প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে; আলোচনা সাপেক্ষ তাঁদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা দরদি হিসেবে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কাজের পর্যালোচনার ভিত্তিতে গঠনতান্ত্রিক বিধি অনুযায়ী সক্রিয় ভূমিকা পালনে সক্ষম হলে তাঁরা আবার পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত হবেন। তাঁদের মধ্যবর্তী সময়ে ভূমিকার

পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট শাখা বা কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে।

২.৯ জেলা কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে মধ্যবর্তী কমিটি ছাড়াও মধ্যবর্তী কমিটির সাথে আলোচনার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে এক বা একাধিক শাখা পরিচর্যার দায়িত্ব নিতে হবে; ঐ শাখার কর্মসূচিতে অংশ নিতে হবে এবং সহায়তা ও তদারকি করতে হবে। এই কাজ এবং গণফ্রন্টে কাজের (পার্টি সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে) মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট সময় অন্তর জেলা কমিটির সদস্যদের ভূমিকার মূল্যায়ন হবে।

২.১০ দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য জেলার সঙ্গে যুক্ত রাজ্য কমিটির সদস্যদের জেলার সঙ্গে– আলোচনার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে মধ্যবর্তী কমিটির এবং কিছু শাখারও পরিচর্যার দায়িত্ব নিতে হবে।

২.১১ এই মধ্যবর্তী কমিটির নাম হবে 'এরিয়া কমিটি'।

২.১২ জেলা কমিটির উদ্যোগে বছরে ন্যূনতম দু'বার শাখা সম্পাদকদের নিয়ে কর্মশালায় প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন হবে।

২.১৩ গণফ্রন্টের যাঁরা মুখ্য দায়িত্বে বা কেন্দ্রীয় ভূমিকায় থাকবেন, তাঁদের পার্টির সংগঠনের কাজের দায়িত্ব কম থাকবে। গণফ্রন্টের বিকাশই তাঁদের প্রধান দায়িত্ব। গণফ্রন্টের কেন্দ্র থেকেই গণফ্রন্টের নেতৃত্বকে কাজ করার ধারা চালু করতে হবে।

২.১৪ প্রত্যেক পার্টির সদস্যের গণফ্রন্টের দায়িত্ব (ব্যতিক্রম বাদে) পালন বাধ্যতামূলক। এই প্রশ্নে জেলা কমিটি, মধ্যবর্তী কমিটিও সরাসরি শাখায় দায়িত্ব বণ্টন এবং কাজের মূল্যায়ন সুনিশ্চিত করবে।

২.১৫ গণ-লাইন সফল করতে ও এগিয়ে নিয়ে যেতে রাজ্য কমিটি থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত সকল সদস্যরা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করবেন। শ্রমজীবী অংশকে অগ্রাধিকার দিয়ে সব অংশের মানুষের কাছে এবং সব পরিবারের কাছে রাজনৈতিক প্রচার ও গণসংগ্রহের কর্মসূচি পালনের মূল্যায়ন প্রতি দু-মাস অন্তর প্রত্যেক ইউনিট ও কমিটি স্তরে করা হবে।

২.১৬ পার্টি কমিটির বা ইউনিটের সভায় ও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার খরচ বহন করতে অপারগ বা আয়হীন (যেমন অনেক দুঃস্থ ও মহিলা সদস্য) সদস্যদের যাতায়াতের বিষয়ে সহায়তার দায়িত্ব নিতে হবে।

৫. হিসাব রক্ষা; বাজেট; তহবিল সংগ্রহ

১. প্রযুক্তিগত উন্নতি সর্বস্তরে পৌঁছালেও হিসাব রক্ষার ক্ষেত্রে পুরানো ত্রুটিপূর্ণ ও সেকেলে পদ্ধতি এখনও পার্টি সংগঠন এবং গণসংগঠন কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আয়-ব্যয়ের পরিকল্পনা কমিটিতে কয়েকজনের মধ্যে সীমিত থাকে, এমনকি একক হাতেও থাকে। এককভাবে সম্পাদকদের পক্ষে এ দায়িত্ব বহন করা সম্ভব নয়। পার্টি ও গণফ্রন্টের সমস্ত স্তরে হিসাব রক্ষা, হিসাব তৈরি করার জন্য নির্দিষ্ট কয়েকজন কমরেডের ওপর দায়িত্ব দিতে হবে। অগোছালো এবং অস্বচ্ছতা দূর করার জন্য প্রশিক্ষণও দিতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর কমিটি সভায় হিসাব পেশ করতে হবে এবং উচ্চতর

কমিটির কাছে পাঠাতে হবে। প্রতিটি গণফ্রন্টের হিসাব সাব-কমিটির মাধ্যমে তিনমাস অন্তর নিজ নিজ স্তরের কমিটির কাছে পেশ করতে হবে। অ্যাকাউন্ট হবে কমিটি বা গণফ্রন্টের কমিটির অনুমোদিত অন্যূন তিনজনের নামে । জেলা কমিটি এবং রাজ্যগত গণফ্রন্টগুলি সাব-কমিটির মাধ্যমে নিয়মিত আয়-ব্যয়ের হিসেব সংশ্লিষ্ট পার্টি কেন্দ্রে পেশ করবে। নভেম্বর মাস থেকেই তা চালু করতে হবে। সমস্ত ক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনীয় খরচ কমানো এবং সর্বক্ষণের কর্মীদের সংখ্যা ও ভাতা বৃদ্ধির ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে বাজেট প্রস্তুত করা সর্বত্র চালু করতে হবে ।

২. রাজ্যস্তর থেকে নিচের ইউনিট পর্যন্ত সবসময় যে অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় হয়ে থাকে, গণফ্রন্টের বিভিন্নস্তরে এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলিতেও যে আয় ও ব্যয় হয় তার সবটার মধ্যে স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করার রক্ষাকবজগুলিতে কমবেশি দুর্বলতা রয়েছে। পার্টি ও গণফ্রন্ট উভয় ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্তরে অর্থ সংগ্রহ, আয় ও ব্যয়কে কঠোর স্ক্রুটিনি ও তদারকির মধ্যে রাখতে হবে উচ্চতর কমিটিকেই। পার্টি ছাড়াও গণফ্রন্টে কর্মরত পার্টি সদস্যদের বিশেষ দায়িত্ব থাকে আর্থিক স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা, আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় সংকোচ এবং হিসাব রক্ষা কঠোরভাবে মেনে চলা ও তদারকি করা। দৃষ্টান্ত রাখতে হবে নেতৃস্থানীয় কমরেডদেরই।

গ) পার্টিতে অন্তর্ভুক্তি

পার্টিতে সদস্যভুক্তি বিষয়ে সালকিয়া প্লেনামের নির্দেশিকা এবং ১৯৯২ সালে চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসে সংশোধনী পদক্ষেপের নির্দেশিকা কার্যকর না হওয়ায় সদস্যপদের গুণগত মান হ্রাস পেয়েছে। কলকাতা প্লেনাম থেকে এ কারণে পার্টিতে অন্তর্ভুক্তির আমূল পরিবর্তন ঘটানোর ডাক দেওয়া হয়েছে। গণফ্রন্টের জঙ্গি ও আগুয়ান কর্মীদের মধ্য থেকে এ জি সদস্য করা, তাদের দায়িত্ব প্রদান, সহায়তা করা, এ-জি সভা নিয়মিত করা, চেক-আপ ও প্রশিক্ষণ দানের মধ্য দিয়ে অন্তর্ভুক্তির শর্ত ও মান যাচাই করে ছ'মাস থেকে একবছরের মধ্যে প্রার্থী সভ্যপদ প্রদান করা এবং পুনর্নবীকরণের সময় প্রযোজ্য ৫ দফা মাপকাঠি মূল্যায়নের ভিত্তিতে তাদের পূর্ণ সদস্যপদে উন্নীত করা এক অপরিহার্য কর্তব্য হিসাবে গোটা পার্টি সংগঠনের সামনে হাজির হয়েছে। এই কর্তব্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পার্টি সদস্যপদের পুনর্নবীকরণের শর্তগুলি আগাগোড়া কঠোরভাবে আরোপ করার দিকে সমস্ত স্তরের কমিটিগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। শ্রমিকশ্রেণির মধ্য থেকে ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টের আগুয়ান কর্মীদের পার্টিতে অন্তর্ভুক্তিতে সবসময়ই গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

ঘ) পার্টিকর্মী

১) পার্টিকর্মী বা ক্যাডার বলতে বোঝায় বিভিন্ন স্তরের পার্টি কমিটির সদস্যরা এবং গণফ্রন্টের একটা পর্যায়ে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ কাজে নিযুক্ত পার্টি কমরেডরা। এই ক্যাডারদের মধ্যে যাঁরা তাদের সমস্ত সময় ও শক্তি-সামর্থ্য পার্টির যৌথ কাজের

জন্য ব্যয় করেন তাঁরা সর্বক্ষণের কর্মী। বিভিন্ন স্তর, এলাকা ও ফ্রন্টে দক্ষতা নিয়ে কাজ করার মতো ক্যাডারের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। অভাব রয়েছে পর্যাপ্ত সংখ্যক সর্বক্ষণের কর্মীর। পার্টি সংগঠন পরিচালনায় এবং গণফ্রন্ট পরিচালনায় দক্ষ ক্যাডার এবং দক্ষ ও উচ্চমানের সর্বক্ষণের কর্মী বিপুল সংখ্যায় প্রয়োজন। সর্বক্ষণের কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং পর্যাপ্ত ভাতা দিতে হবে। ছাত্র ও তরুণদের মধ্য থেকে সর্বক্ষণের কর্মী তৈরি করার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। মূল শ্রেণি ছাড়াও মহিলা, সংখ্যালঘু, তফসিলী জাতি ও আদিবাসীদের মধ্য থেকে সর্বক্ষণের কর্মী করার ওপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। নিয়মিত ও পরিকল্পিত অর্থ সংগ্রহ ও স্থায়ী দাতাদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ থেকে তহবিল গড়ে তুলে সর্বক্ষণের কর্মীদের পর্যাপ্ত ভাতা দানের সমস্যার সুরাহা করা যায়। গণলাইন কার্যকর করার মধ্য দিয়ে পার্টি বিস্তারের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করতে গেলে পার্টিতে শত শত নতুন কর্মী দরকার। এই কর্মী ও নেতাদের হতে হবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে উপলব্ধি-সমৃদ্ধ, রাজনৈতিকভাবে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, কাজে যোগ্য ও নিষ্ঠাবান, আত্মোৎসর্গী, কঠিন সময়ে অবিচল ও বলিষ্ঠ এবং নিজেরাই জরুরী ও তাৎক্ষণিক সমস্যার মোকাবিলা করতে দক্ষ। তাঁরা তাঁদের পরিবারকেও সচেতন রাজনৈতিক পরিবারে উন্নীত করতে আন্তরিক থাকবেন। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং ভবিষ্যতের জন্যও এধরনের ক্যাডার ও সর্বক্ষণের কর্মী বাড়ানো গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। আন্দোলন-সংগ্রামের ব্যাপ্তির প্রয়োজনে অপরিহার্য এই উন্নত কর্মীবাহিনী।

২) পার্টির অনুমোদিত সর্বক্ষণের কর্মী সম্পর্কে উপলব্ধির স্বচ্ছতার জন্য পূর্বেকার রাজ্য কমিটিতে এবং রাজ্য ২৩তম সম্মেলনে গৃহীত বক্তব্য পুনরুল্লেখ করা যেতে পারে। ''পার্টি ছাড়া অন্য কোন উপার্জনশীল-পেশার সঙ্গে যুক্ত নন। পার্টি সংগঠন ও আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, মান ও যোগ্যতার বিচারে পার্টি কমিটির দ্বারা অনুমোদিত। ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের মতো ভাতা। যে পার্টি-শপথ সব সদস্যের পালনীয় সেই শপথ সর্বক্ষণের কর্মীদের অক্ষরে অক্ষরে পালনে অবশ্যই আন্তরিক থাকতে হবে এবং তাঁদের দৃষ্টান্তস্থানীয় হতে হবে। পার্টির কাজের জন্য চাকরি থেকে স্বেচ্ছাঅবসর নিয়ে যাঁরা পেনশন বা এককালীন আর্থিক সুযোগ লাভ করেছেন তাঁরা সবসময় পার্টির কাজ করলেও সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে বিবেচিত হবেন না। যে সর্বক্ষণের কর্মীরা প্রাক্তন সাংসদ বা বিধায়ক হিসেবে পেনশন পান তাঁদের মধ্যে যাঁরা পেনশনের অর্থ পার্টিকে প্রদান করে পার্টি-নির্দিষ্ট ভাতা পান তাঁরা সর্বক্ষণের কর্মী; পার্টি অফিসে কর্মরত পার্টি-কমিটির দ্বারা অনুমোদিত কমরেডরা সর্বক্ষণের কর্মী; পার্টি সদস্য হলেও পার্টি-অফিসের অন্যান্য কর্মী বা স্টাফরা সর্বক্ষণের কর্মী নন।''

৬) পার্টি সংগঠনের নেতৃত্বের করণীয়

ওপরের কমিটি থেকে নিচের ইউনিট পর্যন্ত সকল সদস্যের ক্ষেত্রে অবশ্যকরণীয় এবং যা নেতৃত্বকে নিয়মিত অংশগ্রহণ/তদারকির মাধ্যমে সুনিশ্চিত করতে হবে:

১. প্রতিমাসে কেন্দ্রীয় কমিটি নির্ধারিত হারে লেভি দিতে হবে, তিনমাসের বেশি লেভি

বকেয়া থাকলে সদস্যপদ খারিজ হবে। ডিসেম্বর, ২০১৬ থেকে তা কার্যকর হবে। লেভির বণ্টন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশিকা স্থির না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান ব্যবস্থা চালু থাকবে। কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত স্থির হলে সারা রাজ্যে লেভি বণ্টনের একই নিয়ম মেনে চলতে হবে।

২. ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক পার্টি সদস্যকে কোন-না-কোন পাটি পত্রিকার (দৈনিক বা সাপ্তাহিক) গ্রাহক হতে হবে। প্রতি শাখায় একটি গণশক্তি রাখতে হবে।

৩. মহিলা ও ছাত্রফ্রন্টের বিকাশে প্রত্যেক পাটি সদস্যকে জোর দিতে হবে। এই দুই ফ্রন্টের অগ্রণী কর্মীদের মধ্য থেকে বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে এ জি এবং পার্টিতে অন্তর্ভুক্তির অগ্রগতি ঘটাতে হবে। নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০১৬ সালে একাজের অগ্রগতির রিপোর্ট উচ্চতর কমিটির কাছে পাঠাতে হবে। ২০১৮ সালের পুনর্নবীকরণের সময়ের মধ্যে প্রতি জেলায় তরুণ-তরুণী পার্টি সদস্য মোট পার্টি সদস্যের ২০ শতাংশ অতিক্রম করতে হবে এবং মহিলা সদস্য ২৫ শতাংশ অতিক্রম করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন এখন থেকেই পরিকল্পিত উদ্যোগ। এই দুই ফ্রন্টের বিকাশ ও আন্দোলন-সংগ্রামের বিস্তার ঘটিয়েই তা সম্ভব। উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ২০১৭ সালের জুন মাসের মধ্যে ঘটাতে হবে। প্রতি তিনমাস অন্তর এক্ষেত্রে মনিটরিং করবে জেলা কমিটি। জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর এক বা দু'জন সদস্যকে সুনির্দিষ্টভাবে একাজে তদারকির দায়িত্ব দিতে হবে।

৪. সর্বভারতীয় প্লেনামের নির্দেশিকা অনুযায়ী পার্টিতে সদস্যদের মানবৃদ্ধি করতে বহুমুখী পদক্ষেপ নিতে হবে। অন্তর্ভুক্তিতে অসুবিধা কাটাতে প্রয়োজনে মধ্যবর্তী এরিয়া কমিটি এবং জেলা কমিটি কেন্দ্রীয়ভাবে ছাত্র ও মহিলা শাখা করতে পারে, যে শাখাগুলি ছাত্র ফ্রন্ট ও মহিলা ফ্রন্টের অগ্রণী কর্মীদের পার্টিতে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেবে। খেতমজুর ও অসংগঠিত শ্রমিকদের সংগঠক-সদস্যদের নিয়েও এরিয়া ও জেলা কমিটি স্তরে কেন্দ্রীয়ভাবে শাখা করলে এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে তা পার্টি বিকাশের সহায়ক হবে ।

৫. আগামী দু-মাসের মধ্যে (অক্টোবর ও নভেম্বর) প্রত্যেক স্তরের কমিটিতে এবং ইউনিটে প্রত্যেক সদস্যের জন্য গণফ্রন্টগত দায়িত্ব নির্দিষ্ট করতে হবে এবং সক্রিয়ভাবে গণফ্রন্টের কাজে অংশ নিতে হবে। ইউনিট বা কমিটির পুনর্নবীকরণের পূর্বে ডিসেম্বর (২০১৬) মাসে তার মূল্যায়ন হবে।

৬. পার্টির প্রচার ও আন্দোলন, পার্টি শিক্ষা, গণসংগ্রহে সর্বস্তরের পার্টি সদস্য ও এজি সদস্যকে অংশ নিতে হবে। ডিসেম্বর মাসের মধ্যে অগ্রগতির রিপোর্ট উচ্চতর কমিটির কাছে পাঠাতে হবে।

৭. অগ্রাধিকার দিয়ে স্থায়ী বুথ টিম করার দায়িত্ব শাখা ও মধ্যবর্তী কমিটির। জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর এক বা দু'জন সদস্য একাজে তদারকি করবেন। বুথ টিমের কাজ সম্পর্কে বিস্তৃত নোট রাজ্য কমিটি থেকে দেওয়া হয়েছিল। সংশোধন ও ব্যাখ্যার পরামর্শ এলে আবার দেওয়া হবে। ২০১৭-র মার্চ মাসের মধ্যে কম পক্ষে ৫০% শতাংশ বুথে

স্থায়ী বুথ টিম গঠন করার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হবে। এরই সাথে বুথস্তরের এজেন্ট নিয়োগের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে।

৮. গণফ্রন্টগতভাবে এবং গণসংগ্রহের মাধ্যমে ২০১৭ সালের মধ্যে সমস্ত পরিবারে অন্তত ২ বার পৌঁছানোর জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও দায়িত্ববন্টন করতে হবে। এলাকার পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে কাজের ধারার পরিবর্তন করে এই কাজ করতে হবে।

৯. নিয়মিত গণসংগ্রহ বাবদ সংগৃহীত অর্থ মোট সংগৃহীত অর্থের কমপক্ষে ৭০ শতাংশ হতে হবে। এর থেকে সর্বক্ষণের কর্মীদের জন্য স্থায়ী ফান্ড গড়ে তুলতে হবে। উপযুক্ত ভাতা দিয়ে যোগ্যতার বিচারে ২০১৭ সালের জুন মাসের মধ্যে তরুণ সর্বক্ষণের কর্মী প্রত্যেক মধ্যবর্তী কমিটিতে কমপক্ষে একজন করে বাড়াতে হবে। মহিলা, ছাত্র, আদিবাসী, তফসিলি, ভাষাগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু অংশ থেকে তরুণ সর্বক্ষণের কর্মী করার বিষয়ে বিশেষ জোর দিতে হবে। জেলাস্তরে গণফ্রন্টের নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় ফ্রন্টের সর্বক্ষণের কর্মী করতে হবে।

১০. আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী, রাজ্য কমিটি এবং জেলা সম্পাদকমণ্ডলী ও জেলা কমিটি তাদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

চ) সভা পরিচালনার বিষয়ে

১. রাজ্যস্তরের টিম, সাব-কমিটি ও ফ্রাকশন কমিটির সভা ও উপস্থিতির ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধা হয় না। কিন্তু জেলাস্তরে বেশ কিছু ক্ষেত্রে তা সুষ্ঠুভাবে হয় না। নিচের স্তরে আরো সমস্যা । একটা কারণ হলো, ন্যূনতম মানের ঘাটতি, গুরুত্ব না-বোঝা, পূর্ববর্তী সভার পর চেক-আপের অভাব।

২. একজন পার্টি সদস্যকে শাখা বা কমিটির সভা, টিম, সাব-কমিটি, ফ্রাকশন কমিটির সভা, গণসংগঠনের সভা ও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ইত্যাদি বাবদ বেশ কিছুটা খরচ করতে হয়। কম আয়ের বা সামর্থ্যহীন পার্টি সদস্যদের ক্ষেত্রে সভায় উপস্থিত না হওয়ার এটাও একটা কারণ। খেতমজুরদের বা অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমজীবীদের সভা বা কর্মশালা হলে একদিনের মজুরির একটা অংশ দেবার চেষ্টা দু'একটি জেলা করেছিল। সর্বত্র এটা করা সম্ভব হয়নি। দরিদ্র শ্রমজীবী ও আয়হীন মহিলাদের ক্ষেত্রেও খরচের সমস্যা প্রকট। সভাগুলির সময় ঠিক করার ক্ষেত্রে সকলের বিশেষভাবে মহিলা সদস্যদের সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনায় রাখতে হবে। পার্টি সংগঠনের ও গণফ্রন্টের সক্রিয়তা বৃদ্ধি করতে এসব খুঁটিনাটি সমস্যার সুরাহার দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। নিবিড়, লাগাতার এবং পরিকল্পিত গণসংগ্রহই একমাত্র বিকল্প । বুথ, কাজের ক্ষেত্র ও পেশাভিত্তিক স্থায়ী দাতা তালিকা তৈরি করে উচ্চতর কমিটির তদারকিতে তাকে পার্টির সর্বস্তরের সদস্যদের নিয়মিত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে গ্রহণ করতে পারলে এসব সমস্যা অনেকটা সমাধান করা যায়। এর জন্য গণফ্রন্টগুলির তহবিল বৃদ্ধির দিকেও পার্টিকে নজর দিতে হবে । গণসংগঠনগত নিজস্ব উদ্যোগও খুব গুরুত্বপূর্ণ ।

৩. সভাগুলি নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হয় না এবং নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হয় না। ফলে একটি ইউনিট, টিম, সাব-কমিটি, ফ্রাকশন কমিটি, গণসংগঠনের সভা ইত্যাদি করতে গেলে এক একটা দিন কেটে যায়। এতে শ্রম ও সময়ের অপচয় হয়। সভায় আসার আগ্রহও হ্রাস পায়। আলোচনা করে একই দিনে কয়েকটি সভা করে নেওয়া, নির্দিষ্ট সময়ে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা, সিদ্ধান্ত ও চেক-আপ করা, অন্তহীন আলোচনায় সভাগুলিকে পর্যবসিত না করার প্রক্রিয়া চালু করতে পারলে সভায় উপস্থিতি বাড়বে এবং আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণে উন্নতি ঘটবে।

ছ) অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র

১. সর্বভারতীয় প্লেনাম থেকে অগ্রাধিকার রাজ্যগুলির তালিকা সংশোধন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রত্যেক রাজ্যের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার জেলা/এলাকা ও ফ্রন্ট স্থির করা এবং পার্টির বিকাশের জন্য সেখানে ক্যাডার তৈরির পরিকল্পনা করার জন্য প্লেনাম থেকে বলা হয়। আমাদের রাজ্যে ইতিপূর্বে এই অগ্রাধিকার দানের বিষয় পার্টিতে সেভাবে কোনো আলোচনা হয়নি এবং সেরকম কোনো প্রয়োজনও সংগঠনে অনুভূত হয়নি। কিন্তু গত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা ও নজিরবিহীন সন্ত্রাসের মধ্যে চ্যালেঞ্জের সামনে পড়ে পার্টি সংগঠন নতুন নতুন কিছু কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হয়। বৃহৎ বুর্জোয়া দলগুলির এবং রাজ্যে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের এই অগ্রাধিকার এলাকা স্থির হয় ভোটের দিকে লক্ষ্য রেখেই মূলত সুনির্দিষ্ট আসন ও বুথ ভিত্তিক। পঞ্চায়েত, পৌরসভা, লোকসভা ও বিধানসভা আসনের ক্ষেত্রে শাসকদলের নিয়ন্ত্রণের বুথগুলির চিত্র পরিস্ফূট হয়েছে। ২০১৪ লোকসভা নির্বাচন এবং ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের বিশ্লেষণ থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়। এই চিহ্নিত এলাকাগুলিতে সবরকম পদ্ধতি তারা অবলম্বন করে; মাত্রাহীন সন্ত্রাস, নির্দিষ্ট পরিবারভিত্তিক (বিশেষত আমাদের পার্টির অনুগামী হলে) হামলা ও হুমকি, ব্যক্তিগত উপভোক্তা তৈরি, তৃণমূলের কায়েমি স্বার্থের দ্বারা কিছু পরিবারকে অর্থ সাহায্য ও স্থানীয় উন্নয়ন ইত্যাদি। এছাড়া জনবিন্যাসগত বিভাজন, সংখ্যালঘুদের মধ্যে ক্রিয়াশীল মৌলবাদী উপাদানগুলিকে শাসকদলের ছত্রছায়ায় সংহত করা, আদিবাসী ও শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় বিভিন্ন ধরনের কৌশল আরোপ এবং বস্তি এলাকায় ও গ্রামের গরিব অংশের মানুষের বসতি এলাকায় পৃথক কৌশল নিয়ে তারা কাজ করে। শ্রেণি ও গণসংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের অনুকূলে ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটাতে অগ্রাধিকারের এলাকা ও ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করে আমাদের বিশেষ পরিকল্পনা করা দরকার যাতে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নিজস্ব রাজনৈতিক-সাংগঠনিক হস্তক্ষেপ ও পরিস্থিতি উপযোগী পদক্ষেপ স্থির করে বিরোধীদের বিচ্ছিন্ন করা যায়। এর পাশাপাশি এলাকা, পঞ্চায়েত, পৌরসভা, বিধানসভা, লোকসভা ক্ষেত্রগুলিতে আমাদের নিজস্ব অগ্রাধিকারের স্থান/বুথ চিহ্নিত করা প্রয়োজন, যাতে সেখানে পার্টি তার নিজস্ব শক্তিতে নির্ধারক ভূমিকা পালন করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে ।

২. একই সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য নিয়ে পার্টির বিকাশ সুনিশ্চিত করতে শিল্পাঞ্চল, বস্তি ও সন্নিহিত গ্রামাঞ্চল এবং নানাদিক থেকে বিচারে পশ্চাদপদ এলাকাগুলি অগ্রাধিকারের তালিকায় থাকবে। নজর দিতে হবে গ্রামাঞ্চলে স্বাভাবিক ও গড়ে উঠতে থাকা নতুন নতুন শহর ও জনবসতি কেন্দ্রগুলির প্রতি। এছাড়া প্রয়োজন মৌলবাদী ও বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তির তৎপরতা রুখতে সুনির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক অগ্রাধিকার স্থির করা, দুর্বল পার্টি সংগঠনের এলাকাগুলিতে বিশেষ নজর দেওয়া এবং সন্ত্রাসকবলিত এলাকার মধ্যে পার্টি ও গণফ্রন্টের কাজের ধারার পরিবর্তন ঘটানো। এর জন্য রাজ্য কমিটি, জেলা কমিটি এবং নিম্নতর কমিটিগুলির মধ্যে সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা নিয়ে সুসমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। রাজ্য প্লেনামের পর তিনমাসের মধ্যে একাজে সুনির্দিষ্ট অগ্রগতি ঘটাতে হবে।

৩. ফ্রন্টগুলির মধ্যে প্রথম অগ্রাধিকার দিতে হবে গ্রাম ও শহরের গরিব শ্রমজীবীদের শ্রেণিফ্রন্ট এবং ছাত্রফ্রন্টের উপর। একারণে ছাত্র ফ্রন্টকে ছাত্র-যুব যৌথ সাব-কমিটি থেকে পৃথক করতে হবে যাতে ছাত্র ফ্রন্টের বিস্তার এবং এই ফ্রন্টে পার্টি গঠনের জন্য গোটা পার্টি বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে। এছাড়া মহিলা ফ্রন্টকে অগ্রাধিকার দিয়ে পার্টিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। মহিলাফ্রন্টকেও শ্রমজীবী মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে আরো গুরুত্ব দিতে হবে। এসব অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলিতে বহু কর্মী তৈরি, সর্বক্ষণের কর্মী নিয়োগ এবং তাঁদের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের কাজ সময়ভিত্তিক রূপায়ণের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। প্রতিটি ফ্রন্টের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক টিম গঠন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৭ সালের জুন মাসের মধ্যে সংগঠনের প্রত্যেক স্তরে ও গণফ্রন্টের অগ্রগতির রিপোর্ট প্রস্তুত করতে হবে।

জ) গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির যথার্থ প্রয়োগ

গণতান্ত্রিক নীতি প্রয়োগের ত্রুটি ও ক্ষয় এবং এই নীতি লঙ্ঘনের বিভিন্ন রূপ সর্বভারতীয় প্লেনামে উল্লেখ করা হয়েছে। এর পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যৌথ পরিচালনা এবং আন্তঃপার্টি গণতন্ত্র। ভ্রান্ত ঝোঁকগুলোর মধ্যে রয়েছে : উপদলীয় কার্যকলাপ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ফেডারেলিজম, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, আমলাতান্ত্রিক মনোভাব, পছন্দ-অপছন্দজনিত সমস্যা, নিচস্তর থেকে সমালোচনাকে উৎসাহিত না করার দুর্বলতা, মূল্যায়ন রির্পোটে বস্তুনিষ্ঠতার অভাব, উদারনৈতিকতা, সংসদসর্বস্বতা ইত্যাদি। সর্বভারতীয় প্লেনাম থেকে প্রত্যেক স্তরের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অবস্থা গুরুত্বসহকারে পর্যালোচনা করে প্লেনামের পর যথাবিহিত পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের প্রসার সুনিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়ে পার্টি চিঠি প্রকাশ এবং তা রূপায়ণের রিপোর্ট সংগ্রহ করাই যথেষ্ট নয়। চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইউনিট/কমিটি সদস্যদের মতামত সংগ্রহের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। রাজ্য ও জেলা কমিটিগুলিকে এই ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু করতে হবে। প্রকৃত সমালোচনা-আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে প্রত্যেক স্তরের কমিটিতে এ বিষয়ে প্রতি তিন

মাস অন্তর খোলামেলা আলোচনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। প্রথম পর্যায়ে আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে আগামী মার্চ মাসের মধ্যে পর্যালোচনা, ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ নীতি প্রয়োগে অগ্রগতি ঘটাতে হবে। এই ছ'মাসের মধ্যে এ প্রসঙ্গে সর্বভারতীয় প্লেনামের সিদ্ধান্ত ও অভিমুখ নিয়ে চর্চা ও সংশোধনাত্মক অনুশীলন করতে হবে। সংগঠন পরিচালনায় গঠনতন্ত্রের (ধারা ১৩) নির্দেশিকা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি প্রয়োগের প্রতি সকলকেই সচেতন ও আন্তরিক হতে হবে ।

ঝ) মতাদর্শগত সংগ্রাম

১. সাম্প্রদায়িকতা, সাম্রাজ্যবাদী নয়া-উদারবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারার বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রামকে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে পরিণত করতে হবে। সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে বহুমুখী লড়াইয়ের যে সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা একুশতম পার্টি কংগ্রেসে দেওয়া হয়েছে তা অনুসরণ করে পার্টি ও গণসংগঠনকে এই লড়াই পরিচালনা করতে হবে। মতাদর্শের জগতে প্রতিক্রিয়ার শক্তি, ধর্মীয় মৌলবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ও আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির আক্রমণ এখন অনেক বেশি তীব্র ও আগ্রাসী। তাই রাজনৈতিকভাবে ছাড়াও সংগঠনকে শক্তিশালী করতে গোটা পার্টির মতাদর্শগত মান বৃদ্ধি করা জরুরি। মতাদর্শগত প্রচার ও কাজ জনগণের মধ্যে সফল করে তুলতে হলে পার্টি সদস্যদের মতাদর্শগত মান নিরন্তর উন্নত করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

এই মতাদর্শগত প্রচারের ভিত্তি হবে বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত মতাদর্শগত প্রস্তাব। নভেম্বর বিপ্লবের শতবার্ষিকী উপলক্ষে এই মতাদর্শগত প্রচারের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এরজন্য পার্টি শিক্ষা, এবং গণমাধ্যমকে উন্নত করার ভূমিকা নিতে হবে। পার্টি ছাড়াও, গণসংগঠনগুলিও এই মতাদর্শগত প্রচারে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে শামিল হবে। তরুণ প্রজন্মকে আকৃষ্ট করতে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ও প্রত্যয় সৃষ্টির জন্য পার্টির এই মতাদর্শগত সংগ্রামকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

২. **পার্টি শিক্ষা :** সর্বস্তরের পার্টি কর্মীদের জন্য নিয়মিত ও পরিকল্পিত পার্টি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে । চারটি বিষয় নিয়ে ন্যূনতম শিক্ষা দরকার – পার্টি কর্মসূচি, মার্কসবাদী দর্শন, রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং পার্টি গঠনতন্ত্র ও সংগঠন। পার্টির সর্বভারতীয় কেন্দ্র থেকে সকল স্তরের জন্য সিলেবাস তৈরি করা হবে; সেই অনুযায়ী রাজ্য কেন্দ্র থেকেও তা তৈরি হবে। সিলেবাসের মধ্যে অন্য যেসব বিষয় থাকা প্রয়োজন: পিতৃতান্ত্রিক ও লিঙ্গগত নিপীড়ন, জাতপাত এবং শ্রেণি ও সামাজিক নিপীড়ন। স্কুল, স্টাডি গ্রুপ, আত্মশিক্ষা, মতাদর্শগত প্রচার-পুস্তিকার ওপর জোর দিতে হবে। পার্টি শিক্ষার জন্য পার্টি শিক্ষক তৈরিতে রাজ্যকেন্দ্র ও জেলাকেন্দ্রকে পরিকল্পনা নিতে হবে। প্রযুক্তির ব্যবহারসহ শিক্ষাপদ্ধতির উন্নতি ঘটাতে হবে।

৩. **সংস্কৃতি :** ব্যাপকভিত্তিক প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক মঞ্চ ও আন্দোলন গড়ে তুলতে পার্টিকে সাংস্কৃতিক কাজকর্ম বৃদ্ধি করার জন্য সহায়তা করতে হবে।

প্রাধান্য দিতে হবে সাম্প্রদায়িক, প্রতিক্রিয়াশীল ও বিজ্ঞান-বিরোধী মতান্ধতার শক্তির মোকাবিলার ওপর, পাশাপাশি নয়া-উদারনৈতিক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বিকল্প তৈরিতে । সবস্তরের নেতৃত্বের মধ্যে এ বিষয়ে সাধারণ বোঝাপড়া গড়ে তোলার কাজ এখন থেকেই শুরু করতে হবে ।

৪. **পার্টি মিডিয়া :** দৈনিক 'গণশক্তি' ছাড়াও 'দেশহিতৈষী', হিন্দী 'স্বাধীনতা', উর্দু 'কিষাণ মজদুর', 'পিপলস ডেমোক্র্যাসি', 'নন্দন', 'মার্কসবাদী পথ' সব পার্টি পত্রিকার আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর উন্নতি ঘটাতে পদক্ষেপ নিতে হবে। সবগুলিকেই অনলাইন-এ নিয়ে আসতে হবে। রাজ্যে বর্তমান নজিরবিহীন সন্ত্রাসের পরিস্থিতিতে পত্রিকাগুলি বিশেষত গণশক্তি তীব্র আক্রমণের শিকার হয়েছে। আর্থিক সমস্যার মধ্য দিয়ে চলছে গণশক্তি। অন্য পত্রিকাগুলিরও আর্থিক সমস্যা রয়েছে। প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি করা, বণ্টন ও বকেয়া আদায়ের সমস্যা নিরসন করা এবং মানোন্নয়নের জন্য গণশক্তি একটা পরিকল্পনা তৈরি করেছে। তাকে সফল করতে পার্টির উদ্যোগ অপরিহার্য। দৈনিক পত্রিকা পার্টি ও পার্টির বাইরে জনগণের মধ্যে প্রচার করে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে এই পরিকল্পনা। কিন্তু অন্যান্য পত্রিকার সাময়িকীগুলি রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং আর্থিক-সামাজিক-মতাদর্শগত বিষয়ে পার্টির বোঝাপড়া পার্টি সদস্য সমর্থকদের মধ্যে নিয়ে যাবার কর্তব্য পালন করে। এই পার্টি পত্রিকাগুলি আরও বেশি কেনা ও পড়া উচিত। এই অবস্থার উন্নতি ঘটাতে এবং পার্টি সংগঠনকে এই দুর্বলতা মুক্ত করতে সময়ভিত্তিক কর্মসূচি নিতে হবে। আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পার্টি সদস্যদের কোনো-না- কোনো পত্রিকার গ্রাহক হওয়া সুনিশ্চিত করতে হবে। আর্থিক সামর্থ্যসম্পন্ন সদস্যদের দৈনিক গণশক্তির গ্রাহক হতে হবে। সমস্ত বকেয়া এই তিনমাসের মধ্যে পরিশোধ করার যাবতীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। স্থায়ী গ্রাহকসহ গ্রাহক সংগ্রহ প্রত্যেক শাখা/লোকাল/কেন্দ্রীয়ভাবে বৃদ্ধি করার প্রাথমিক পরিকল্পনা আগামী তিন মাসে কার্যকর করতে হবে। গণমাধ্যমে নতুন প্রযুক্তি সোশ্যাল মিডিয়াকে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করতে হবে। নতুন প্রজন্মকে আকৃষ্ট করতে এটা বিশেষভাবে প্রয়োজন। কিন্তু জনগণের মধ্যে পার্টির কাজ করার এটা বিকল্প নয়। সাধারণ মানুষের কাছে আমাদের রাজনৈতিক ও আদর্শগত বার্তা পৌঁছে দিতে সোশ্যাল মিডিয়া বাড়তি ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এর অপব্যবহার ও আত্মপ্রচার সম্পর্কে আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হবে।

৫. মতাদর্শগত সংগ্রামের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, সামাজিক বিষয়গুলি নিয়ে এবং সামাজিক পরিষেবা ও সমাজকল্যাণমূলক কাজের মধ্য দিয়ে লড়াইয়ের জন্য পার্টির দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে লাগাতার ও সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

ঞ) সংগঠন মজবুত করা এবং গণলাইন কার্যকর করার কিছু বিষয়

১. পার্টি সংগঠনে নেতৃত্বের সামনে এক বড়ো সমস্যা হলো সংগঠন পরিচালনায় গতানুগতিক ধারা। কমিটি, গণফ্রন্ট, টিম, সাব-কমিটি, ফ্রাকশন কমিটির সভায়

অংশগ্রহণের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিজের কাজের প্রতি এবং সংগঠন বিকাশের প্রতি ইচ্ছা থাকলেও তাঁরা অনেকসময় সুবিচার করতে পারেন না। এমনকি আত্মশিক্ষার দিকেও তাঁরা ঠিক মনোনিবেশ করতে পারেন না। অনেক সময় সভা করার আনুষ্ঠানিকতা রক্ষা করতে গিয়ে আমাদের মৌলিক কর্মসূচি, আমূল লক্ষ্য এবং জনগণের মধ্যে নিবিড়ভাবে কাজ করার গুরুত্ব অলক্ষ্যে হারিয়ে ফেলি। আবার নিজের কর্মসূচি যথাযথ রাখতে নিম্নতর কমিটিগুলিতে বা কর্মসূচি প্রণেতাদের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনায় না রেখে তারিখ ও সময় নির্ধারণ করে জানিয়ে দিতে বাধ্য হতে হয়। তাতে সভাগুলিতেও কার্যকরী অবদান রাখা সম্ভব হয় না। অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ব্যয় করেও সভাগুলি কার্যত হয় নিষ্ফলা, নিয়মরক্ষাটাই প্রধান হয়ে ওঠে। অগোচরেই জন্ম নেয় আমলাতান্ত্রিক আচরণ এবং দেখা যায় যৌথ কর্মধারার ক্ষয়। সংগঠনকে গতিশীল, দ্রুত হস্তক্ষেপসম্পন্ন, দক্ষ ও গণসংযোগমুখী করে তুলতে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

১.১ প্রত্যেক কমরেডের কাছ থেকে তাঁর গুণাবলীর সবকিছু ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে। মতাদর্শগত মান, পার্টি ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং কাজের দক্ষতার নিরিখে সবস্তরের নেতা-কর্মীদের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন সম্ভব। গণলাইনসহ মজবুত পার্টি গড়তে কলকাতা প্লেনামের ডাক সফল করতে ব্যক্তিগত দায়িত্ব বণ্টন, যৌথ পরিচালনা এবং চেক-আপ কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।

১.২ ভালো ভালো সিদ্ধান্ত, প্রস্তাব, রির্পোট ও সার্কুলার হলেও কাজের ক্ষেত্রে অনেকসময় আশাপ্রদ ফল কম পাওয়া যায়। আবার পর্যালোচনা রিপোর্টেও সমগ্র বাস্তব চিত্র আসে না। এই ধারার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে। তার জন্য নিচ থেকে সমালোচনাকে উৎসাহিত করা এবং খোলামেলা ও একান্তভাবেই কার্যকরী আলোচনা পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হবে। মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করার সময় ও সুযোগবৃদ্ধি নিশ্চিত করতেই হবে। নিছক সভার জন্য সভা নয়, গুরুত্ব অনুসারে সভার সংখ্যা স্থির করা এবং একই দিনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বা ক্ষেত্রের একাধিক স্তরের সভার কাজ উপরোক্ত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা গেলে প্রকৃত চেক-আপ, আত্মশিক্ষা ও গণলাইন কার্যকর করতে বেশি সময় বের করা সম্ভব হবে।

১.৩ কম সময়ে বেশি ফলপ্রসূতার জন্য প্রত্যেক সভার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়েই সভা শুরু করা এবং পূর্বনির্দিষ্ট সময়েই শেষ করা গুরুত্বপূর্ণ। যে-কোন সভার আগে সবাইকে আলোচ্য বিষয় জানাতে হবে এবং প্রত্যেককে হোম-ওয়ার্ক করে আসতে হবে যাতে নির্দিষ্ট ও সীমিত সময়ের মধ্যে কার্যকর অবদান রাখতে পারেন। সভার শুরু ও শেষে সম্পাদক, আহ্বায়কের বক্তব্য এবং উচ্চতর কমিটি থেকে আগত কমরেডের বক্তব্য হতে হবে যথাসংক্ষিপ্ত ও কার্যকরী। দেখতে হবে কমিটি সভা যেন সাধারণ সভার মতো সভায় পরিণত না হয়।

১.৪ সভার আগে বিষয়বস্তু জানানো এবং বিশেষ কিছু বিষয় উত্থাপনের থাকলে সভার আগেই লিখিতভাবে তা পেশ করার অভ্যেস গড়ে তোলা প্রয়োজন। বেশি সময় নিয়ে একঘেয়ে, বিরক্তকর ও অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করার অভ্যাস পরিহার করতে নেতৃত্বের স্তরেই নজির তৈরি করতে হবে । প্রাণবন্ত আলোচনায় সবাইকে অংশ নিতে

উৎসাহিত করতে হবে । সভা ডাকা, সভা পরিচালনা, আলোচনার মানোন্নয়ন, পূর্বের সিদ্ধান্ত রূপায়ণের পর্যালোচনা ইত্যাদি সবক্ষেত্র যান্ত্রিকতামুক্ত হবে ।

১.৫ গঠনতন্ত্রে পার্টির অভ্যন্তরীণ আলোচনা পরিচালনার নির্দেশিকায় রয়েছে যে, পার্টি গণতন্ত্রে খোলামেলা আলোচনা যেমন পার্টি সদস্যদের অবিচ্ছেদ্য অধিকার। তেমনই মনে রাখা দরকার যে, ''পার্টির নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে অন্তহীন আলোচনা, যা পার্টির ঐক্য এবং কাজের আকাঙ্ক্ষাকে পঙ্গু করে দেয়, তা হয়ে দাঁড়াবে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের গুরুতর অপব্যবহার''। গোটা পার্টি সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ ও একমুখী করার জন্য রাজ্য কমিটির স্তর থেকেই এই ত্রুটির সংশোধন শুরু করতে হবে।

ট) ত্রুটি সংশোধন

১. সমগ্র বিশ্বের সাথে আমাদের দেশে ও এই রাজ্যে যখন বাম আন্দোলন বিশেষ করে কমিউনিস্টরা প্রবল আক্রমণের সম্মুখীন, প্রতিকূলতার মুখোমুখি, কিছু ক্ষেত্রে পশ্চাদপসারণও রয়েছে, তখন এই পচা-গলা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রেণিদৃষ্টি, সততা, মূল্যবোধ, জীবনযাপন, নীতিবোধের প্রশ্নে যে কমিউনিস্টরা অতুলনীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী এটা অভিজ্ঞতার দর্পণে প্রতিষ্ঠিত করা ও তুলে ধরা বিশেষভাবে প্রয়োজন। সেই জন্যই ত্রুটি সংশোধন অভিযান পরিচালনা করার বিষয়টি বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২. দীর্ঘ ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট শাসনে অনেক অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণের মতো ঘটনা যেমন ঘটেছে, সাথে সাথে সরকার পরিচালনায়ও দুর্বলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। আবার এই সময়কালে পার্টির অভ্যন্তরে নানা অবক্ষয়ের ঘটনাও রয়েছে। অন্যান্য কারণ ছাড়াও নেতৃস্থানীয়সহ পার্টিকর্মীদের একাংশের মধ্যে এই ধরনের গুরুতর অবক্ষয়ের ফলে আমাদের সাথে জনগণের বিচ্ছিন্নতা গড়ে উঠেছে। বর্তমানে রাজ্যে ফ্যাসিস্তসুলভ চরম হিংসাশ্রয়ী আক্রমণের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সংগ্রাম চলছে। এই সংগ্রামকে সাফল্যের সাথে পরিচালনার মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে পার্টিকে অনেক বেশি আস্থা ও ভরসাস্থলে পরিণত করতে হবে। এর জন্যও ত্রুটি সংশোধন অভিযানে গুরুত্ব দেওয়া অপরিহার্য।

৩. পার্টির সাংগঠনিক পদ্ধতিকে যথাযথভাবে অনুসরণ করা, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে ভিত্তি করে পার্টির কার্যধারা সুনিশ্চিত করা, অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা, পার্টি সদস্যদের নিষ্ক্রিয়তার ব্যাধি থেকে মুক্ত করা ত্রুটি সংশোধন প্রক্রিয়ারই অঙ্গ। কেন্দ্রীভূত পরিচালনায় পরিপূর্ণ গণতন্ত্র এটাই হলো গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার প্রকৃত অর্থ। আবার কমিউনিস্ট মূল্যবোধ, নীতিবোধের প্রতিমূর্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসও ত্রুটি সংশোধন অভিযানের অঙ্গ। জনগণের মধ্যে নিরন্তর কাজ এবং ক্রমাগত আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এই প্রচেষ্টা সার্থকতা লাভ করতে পারে। আত্মকেন্দ্রিকতা, ভোগবাদী লালসা, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা যেমন কমিউনিস্ট মূল্যবোধের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়, আবার সন্ত্রাসের কারণে কুঁকড়ে যাওয়া, আক্রমণের মুখে নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তাকেই একমাত্র সুনিশ্চিত করতে মাথা নত করে আত্মসমর্পণ

করা এমনকি নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া – এগুলিও কমিউনিস্ট নীতিবোধের পরিপন্থী। কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, কূপমণ্ডুকতা, পৌত্তলিকতা, দৈনন্দিন জীবন আচরণে বিজ্ঞানবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হওয়া – এইসবের বিরোধিতায় দাঁড়ানোও বহুমাত্রিক ত্রুটি সংশোধন প্রক্রিয়ার অংশ। ব্যাধিগুলিকে চিহ্নিত করে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ জেলা কমিটিগুলিকে গ্রহণ করতে হবে। আগামী ছয় মাসের মধ্যে জেলা কমিটিগুলির পক্ষ থেকে গৃহীত পদক্ষেপের অগ্রগতি সম্পর্কিত রিপোর্ট রাজ্য কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। এই নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম অবশ্য করণীয় এবং তা পার্টিকে আরো শক্তিশালী করবে।

৪. উপদলীয় কার্যধারা, আমলাতান্ত্রিকতা, ফেডারেলিজম, উদারবাদ, বিষয়ীবাদ (subjectivism), তোষামোদি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা (careerism)-এর মতো ব্যাধিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ত্রুটি সংশোধনের অংশ। এই ব্যাধিগুলি বিপ্লবী পার্টির কাঠামোকে ক্রমাগত দুর্বল করে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী এই ব্যাধিগুলি। ত্রুটি সংশোধন অভিযানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সচেতনভাবে এই ব্যাধিগুলির বিরুদ্ধে পার্টিতে অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে।

৫. দৃঢ় মতাদর্শগত অবস্থান ব্যতিরেকে প্রকৃত কমিউনিস্ট **সংগঠন ও** কর্মী গড়ে ওঠে না। সাময়িক প্রতিকূলতা, শত্রুদের নানা ধরনের চাপ ও প্রলোভনের শিকার হলে কখনও প্রকৃত একজন কমিউনিস্ট হয়ে গড়ে ওঠা যায় না। কমিউনিস্ট মানসিকতার গুরুতর অবক্ষয়ের ফলে একমাত্র এই ধরনের ঘটনা ঘটে। পার্টির কিছু কর্মী ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্বাচিত সদস্যদের দলত্যাগের ঘটনা যে কারণেই হোক, পার্টির অভ্যন্তরে এই গুরুতর ধরনের অবক্ষয়ের পরিচয় দেয়।

৬. বিগত রাজ্য ২৪তম সম্মেলনেও রাজ্য কমিটির সভার খবর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল। রাজ্য কমিটির সদস্য ছাড়া এই সংবাদ আর কারো পক্ষে সরবরাহ করা সম্ভব নয়। সম্মেলনের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, ''পার্টি ও জনগণের স্বার্থকে ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়ার বিপরীতে পার্টি ও জনগণের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া এটা অন্য কিছু নয়। সংবাদমাধ্যমের সাথে হয়তো নিশ্চয়ই এমন কোনো সম্পর্কে তারা আবদ্ধ হয়েছে যাতে পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে দ্বিধা করে না।'' অভিজ্ঞতা হলো, রাজ্য সম্মেলন পরবর্তী সময়ে এই ধরনের অবক্ষয়ও গুরুতর মাত্রা নিয়েছে।

৭. নিয়মিত এই ধরনের বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম জোরদার করতে হবে। আধুনিক বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যমের সহায়তায় রাজনৈতিক বিশিষ্টজন হওয়ার ফাঁদের প্রলোভনে বা অন্য কোনো স্বার্থে চালিত হওয়ার বিপদ সম্পর্কে আমাদের বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে। এই ধরনের কাজে যারা যুক্ত তাদের চিহ্নিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ রাজ্য কমিটিকে গ্রহণ করতেই হবে।

৮. নেতৃত্বের স্তরে আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য, সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়া, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, সাধারণ শ্রমজীবীদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ, আন্তরিক ও ভ্রাতৃত্বমূলক আচার

আচরণ উন্নত করা এবং ব্যতিক্রম হলে মূল্যায়নের মাধ্যমে সময়োচিত হস্তক্ষেপের বিষয়টি বর্তমান সময়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এন জি ও সম্পর্কে পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসে (২০০৫) গৃহীত সিদ্ধান্ত (''কয়েকটি নীতিগত বিষয় প্রসঙ্গে'') সব স্তরে অনুসরণের দিকে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। পার্টি সদস্যদের এসম্পর্কে সচেতন রাখতে হবে।

৯. নেতৃত্বের স্তরের কমরেডদের আয়-ব্যয়, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব পার্টিকে দিতে হবে। আয়ের সাথে ব্যয়ের সংগতি থাকছে কিনা এটাও পার্টিকে পর্যালোচনা করতে হবে। অবিলম্বে এই কাজ পার্টির সর্বস্তরে শুরু করতে হবে। রাজ্য কমিটির স্তর থেকেই এই কাজ শুরু করতে হবে। আগামী জুন মাসের মধ্যে রাজ্য কমিটি ও জেলা কমিটিস্তরে পুনর্নবীকরণের রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

১০. ত্রুটি সংশোধন প্রক্রিয়াকে নিরন্তর পরিচালনা করতে হবে। একে বার্ষিক পুনর্নবীকরণের সাথে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে।

১১. ত্রুটি সংশোধন প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো, নেতৃত্বের পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে চলার অভ্যাস থেকে মুক্ত হওয়া। অনেকসময় কর্মী বাছাই, কর্মীদের বর্ধিত দায়িত্ব বণ্টন, চিহ্নিত গুরুতর ত্রুটির বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার মতো ক্ষেত্রগুলিতে এই সমস্ত ব্যাধিগুলির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সংগঠনে নেতৃত্বের নানান স্তরে ক্রমবর্ধমান উদারনৈতিকতা ও পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে চলার ক্ষতিকর প্রভাব অনুভূত হয়। এমনকি অনেকসময় গুরুতর বিচ্যুতি, অধঃপতনের মতো ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে তা জানা যায় । নিজেদের অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট চেতনা ও মূল্যবোধ, নীতিবোধ গড়ে তোলার সংগ্রাম নিরন্তরভাবে পরিচালনা করা, পার্টির অভ্যন্তরে এই সংগ্রাম দ্বিধাহীনভাবে অকপটতার সাথে পরিচালনা করার মধ্য দিয়েই ত্রুটি সংশোধনের প্রক্রিয়াকে জোরদার করা সম্ভব।

১২. সংসদ সর্বস্বতা : সংসদ সর্বস্বতার ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা ত্রুটি সংশোধন সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিলে বার বার উল্লিখিত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও এই ব্যাধি পার্টির অভ্যন্তরে তাতে বিরাজ করছে ও গণসংগ্রাম, গণসংগঠন গড়ে তোলার কাজে গুরুতর দুর্বলতার ছাপ পড়ছে। শ্রেণিসংগ্রামের দৃষ্টিকোণের অভাবে নির্বাচনী সংগ্রামে পরাজয় একটা অংশের মধ্যে ব্যাপক হতাশা, গ্লানির পরিবেশ সৃষ্টি করছে। জয়ী শিবিরে নাম লেখানোর মতো উগ্র ব্যগ্রতাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমর্থক-কর্মীদের মধ্যে গড়ে ওঠার ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। সংসদীয় সংগ্রামকেই একমাত্র পথ হিসাবে গ্রহণ করার মানসিকতা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। গণ আন্দোলনের একজন কর্মী বা সংগঠক হিসাবে নিজেকে বিবেচনা করার তুলনায় নির্বাচনে প্রার্থী পদের দাবিদার হিসাবে নিজেকে বা নিজের ব্যক্তিগত পছন্দের কাউকে প্রতিষ্ঠা করার প্রবণতা পার্টির বিপ্লবী চরিত্রের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। যোগ্যতার ভিত্তিতে নয়, নেতৃত্বের পছন্দ-অপছন্দের ওপর ভিত্তি করে প্রার্থী করার মতো ঘটনাও ঘটছে। শুধু বলে যাওয়া নয়, এই ধরনের ক্ষতিকারক প্রবণতা রোধ করতে পার্টি অভ্যন্তরে নীতিগত সংগ্রাম এবং কিছু নীতিসম্মত কঠোরতার প্রয়োজন রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(ক) গণসংগঠনে স্বাধীন কার্যক্রম ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি

১. পার্টি সংগঠনে গণকার্যক্রমের ভূমিকা এবং সেই জন্য গণসংগঠনগুলির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা সকলেই অবহিত। গণসংগঠনের স্বাধীন চরিত্র ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কার্যধারার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণসংগঠনের স্বাধীন চরিত্র নিয়ে বারবার আলোচনার পরও সাধারণভাবে বলা যায় গণসংগঠন তার স্বাধীন চরিত্র নিয়ে আকাঙ্ক্ষিত কাজ করতে সক্ষম হচ্ছে না। স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে পার্টি বহির্ভূত জনগণের বিভিন্ন অংশকে গণসংগঠনে ব্যাপকভাবে শামিল করতে হলে স্বাধীন চরিত্রের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসম্পর্কে বোঝাপড়ার ঘাটতি সর্বস্তরে রয়েছে। কৃষক, মহিলা, যুব ও ছাত্র সংগঠনগুলির ক্ষেত্রেও এমন ঘটনা রয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নের বিভিন্ন স্তরেও এমন ঘটনা রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বার বার আলোচিত হলেও সর্বত্র গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আগামী ছয় মাসের মধ্যে (২০১৭-র মার্চ মাস) এই ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়ার অভিযান সমগ্র রাজ্যে পার্টির অভ্যন্তরে পরিচালনা করতে হবে। আর্থিক অসুবিধা থাকলেও জেলাস্তরের গণসংগঠনগুলির দপ্তর আগামী ছয়মাসের মধ্যে পার্টি দপ্তর থেকে স্থানান্তরিত করার প্রাথমিক উদ্যোগ নিতে হবে। তবে পার্টি দপ্তর থেকে কোনো স্তরেই গণসংগঠনের কার্যধারা পরিচালনা করা গণসংগঠনের গণচরিত্র দেওয়ার পথে একটা বাধা।

২. গণসংগঠনগুলির স্বাধীন কার্যধারা সুনিশ্চিত করা রাজ্য প্লেনামের অন্যতম আহ্বান। গণসংগঠনের কার্যধারায় ব্যাপকতম মানুষকে সমবেত করতে হলে স্বাধীনভাবে কাজ করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণলাইন সম্পন্ন বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার যে আহ্বান কলকাতা প্লেনাম থেকে উত্থাপন করা হয়েছে তা কার্যকর করতে গেলে গণসংগঠনগুলির কার্যধারা পরিবর্তন করা ও শক্তিশালী করার বিষয়টি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পার্টি কর্মসূচির কারণে গণসংগঠনের ঘোষিত কর্মসূচি বাতিল বা স্থগিত করার ঘটনা অভিপ্রেত নয়। জরুরি বিষয়ে ব্যতিক্রম হতে পারে। এই ধরনের ঘটনা এড়াতে হলে গণসংগঠনে কর্মরত কমরেডদের আগাম কর্মসূচি সংক্রান্ত নোট পার্টিতে দিতে হবে।

৩. গণসংগঠনের পরিচালনায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গণসংগঠনের ওপর পার্টির সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। গণসংগঠনের কাঠামোগুলিকে দুর্বল করা হলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গণসংগঠনের কমিটিতে খোলামেলা আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্ভব না হলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অস্তিত্ব থাকে না; গণসংগঠনের কার্যধারা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া কেবলমাত্র কিছু অগ্রসর পার্টিকর্মী যারা সংশ্লিষ্ট গণসংগঠনের সাথে যুক্ত তাদের বিষয়ে পর্যবসিত হয়। কমিটির সদস্যদের নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় বিরাজ করছে। রাজ্যে এলাকাগত গণসংগঠনগুলির (যুব, মহিলা, কৃষক)

ইউনিট স্তরের কার্যধারার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণের গুরুতর দুর্বলতা রয়েছে। এই স্তরের কাজকর্ম সম্পর্কে পার্টি কমিটিগুলিও যথেষ্ট অবহিত নয়। সাব কমিটি/ফ্রাকশনকমিটির কার্যধারার দুর্বলতা এই সমস্যাগুলি পার্টির গোচরীভূত করার ক্ষেত্রে বাধা। আগামী ছয় মাসের মধ্যে গণসংগঠন পরিচালনায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বিষয়টি নিয়ে জেলা কমিটিগুলিকে তথ্য সংগ্রহ করে আলোচনার মাধ্যমে সঠিক দিশা উপস্থিত করতে হবে। জেলাস্তরের আলোচনার পর রাজ্য কমিটিতে আগামী জুন-জুলাই মাসের মধ্যে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে পর্যালোচনা করতে হবে। গণসংগঠনের কর্মীদের মানোন্নয়ন করার ক্ষেত্রে গুরুতর দুর্বলতা বিরাজ করছে। আন্দোলন-সংগ্রামে সকলকে যুক্ত করা এবং তার মূল্যায়নের ভিত্তিতে কর্মীদের চেতনার মান উন্নত করার বিষয়টি গণসংগঠনের কার্যধারার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৪. অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও তাদের সংগঠিত করার কাজে যথেষ্ট ঘাটতি রয়ে গেছে। ট্রেড ইউনিয়নগুলির ওপর তৃণমূল কংগ্রেসের হামলা, আক্রমণ চলছে। বর্তমান সময়ে এলাকাভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে তোলার বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।

ট্রেড ইউনিয়নসহ সমস্ত গণসংগঠনে যারা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রয়েছেন সেই পার্টি সদস্যদের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে নিজ নিজ গণসংগঠন।

৫. গ্রামাঞ্চলে কৃষক সংগঠনের স্বাধীন চরিত্র বজায় রেখে কার্যধারা পরিচালনার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যে খেতমজুর সংগঠন গড়ে উঠছে। সমস্ত জেলায় এই খেতমজুর সংগঠনের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ফ্রন্টভিত্তিক দায়িত্ব বণ্টনের সময় খেতমজুর ফ্রন্টের বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় রাখতে হবে। খেতমজুর সংগঠনের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে।

৬. মহিলা সংগঠনের প্রতি অগ্রাধিকার দিতেই হবে। সন্ত্রাসের কারণে মহিলা, যুব, ছাত্র সংগঠনগুলির সদস্য সংখ্যার হ্রাস পেয়েছে। এর পরিবর্তন ঘটানোর প্রয়াস নিতে হবে। মহিলা সংগঠনের পক্ষ থেকে মহিলাদের প্রতি বৈষম্য ও নারী নির্যাতন ছাড়াও সামাজিক ইস্যুগুলিকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। সংগঠনের সমস্যা না হলেও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলিতে হস্তক্ষেপ করতে হবে। নারী, শ্রমিক ও নাগরিক হিসাবে মহিলারা শোষিত হন। সব অংশের মহিলাদের সংগঠিত করে ব্যাপক ভিত্তিক মহিলা আন্দোলন গড়ে তোলার দিকে অগ্রসর হতে হবে। স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের সংগঠিত করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

৭. যুব সংগঠনের কার্যধারায় যে ঘাটতি-দুর্বলতাগুলি রয়েছে সাব কমিটির নোটে সেগুলি তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমানে সন্ত্রাসের কারণে সংগঠনের কাঠামো রক্ষা করা হলো একটা চ্যালেঞ্জ। এই সংগঠনের কাজের ধারার পরিবর্তন প্রয়োজন। যুব জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে স্মরণে রেখে নানা ধরনের ইস্যুতে আন্দোলনের সুযোগ রয়েছে। সামাজিক কাজের নানা ধরনের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার সুযোগ রয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তরুণ প্রজন্মের সাথে যোগাযোগের নতুন সুযোগ তৈরি হবে। কর্মসংস্থানসহ নানা

ধরনের ইস্যুতে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন গড়ে তোলার সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করতে হবে। এই কথা সমস্ত গণসংগঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৮. ছাত্র সাব কমিটির নোটে বলা হয়েছে ব্যাপক ভিত্তিক গণসংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুতর দুর্বলতা বিরাজ করছে। শিক্ষার বেসরকারিকরণ লাগামহীনভাবে চলছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ কঠিন হলেও এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। ভিন্ন ধাঁচের কথা ভাবতে হবে। ক্যাম্পাসের সাথে বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে পরিস্থিতি মাফিক সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সাথে সাথে এলাকাভিত্তিক সংগঠন গড়ার কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। পার্টিকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে হবে।

৯. সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রতি বর্তমান পরিস্থিতিতে আরো বেশি নজর দেওয়া প্রয়োজন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কর্মরত বিভিন্ন ধারাকে বৃহত্তর মঞ্চে শামিল করার মতো বিষয় বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।

১০. গণসংগঠনের কার্যধারায় নতুন নেতৃত্ব গড়ে তোলার বিষয়টি সর্বত্র প্রয়োজনীয় গুরুত্ব পাচ্ছে না। কৃষক সংগঠন ও শ্রমিক সংগঠনের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতৃত্বকে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলার বিষয়টিকে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে। মহিলা ফ্রন্টের ক্ষেত্রেও তাই। বয়সের বিষয়টি যুব সংগঠনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত থাকলেও যুবসহ সব ফ্রন্টে তরুণ যোগ্য ও সক্ষম যুব নেতৃত্ব গড়ে তোলার বিষয়টির প্রতি যথাযথ নজর দিতে হবে। ছাত্র ও যুব ফ্রন্ট থেকে অবসর নেওয়া কর্মীদের শ্রেণি আন্দোলনে যুক্ত করার বিষয়ে পরিকল্পিত উদ্যোগ নতুন নেতৃত্ব গড়ে তোলার প্রক্রিয়াকে সাহায্য করবে। এক্ষেত্রে তরুণ সর্বক্ষণের কর্মীদের কোনো-না-কোনো শ্রেণিসংগঠনের কাজ হাতে-কলমে শিখতে সহায়তা করা প্রয়োজন। গণসংগঠনে কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংগঠনে কর্মরত কর্মীদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দর বিষয় কোনভাবেই যেন প্রশ্রয় না পায়।

১১. ছাত্র সংগঠনকে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাজ্যে ও জেলায় পরিকল্পিত পদক্ষেপ এখনই গ্রহণ করতে হবে। ছাত্র সংগঠনকে জোরদার করার বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট সাব কমিটিকে পরিকল্পনা করতে হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ম্যানেজমেন্ট কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির যে কয়েকটিতে ছাত্র সংগঠনের অনুপস্থিতি রয়েছে সেখানে পরিকল্পনার ভিত্তিতে পদক্ষেপ প্রয়োজন। আগামী তিনমাসের মধ্যে সমস্ত জেলা কমিটিতে ছাত্র সংগঠনের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

১২. প্রতিটি গণসংগঠনকে অন্যান্য বিষয়ের সাথে সামাজিক ইস্যুগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। জনপ্রিয় কর্মকাণ্ডে আরো বেশি করে অংশগ্রহণ করতে হবে। স্লোগান

যাতে সংশ্লিষ্ট অংশের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী হয় সে ব্যাপারে গণসংগঠনগুলিকে বিশেষভাবে যত্নবান থাকবে হবে।

(খ) সাব কমিটি/ফ্রাকশন কমিটির কার্যধারা

১. রাজ্যে ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক-খেতমজুর (একত্রে), মহিলা ও ছাত্র-যুব সাব কমিটির কার্যধারা মোটামুটি নিয়মিত। তবে মহিলা সাব কমিটির সভার সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাওয়া দরকার। ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত যে নোটটি প্রস্তুত করা হয়েছে সেখানে টি ইউ সাব কমিটি/ফ্রাকশন কমিটির কার্যধারা আরো উন্নত করার বিষয়টির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ছাত্র-যুব সাব কমিটির কার্যধারার আরো উন্নতির অবকাশ রয়েছে। অন্যান্য ফ্রন্টের যে টিম বা ফ্রাকশন কমিটিগুলি রয়েছে তাদের কয়েকটি নিয়মিত হলেও সবগুলি তা নয়।

২. গণসংগঠন পরিচালনার নীতি, দৃষ্টিভঙ্গিগত ও সমস্যার বিষয় নিয়ে সাব কমিটিতে আলোচনার সাথে সাথে নির্দিষ্ট ফ্রন্টে পার্টি গড়ে তোলার বিষয় নিয়ে আলোচনা আরো বেশি করে হওয়া উচিত। বর্তমান পরিস্থিতিতে মহিলা ও ছাত্র ফ্রন্টের কর্মীদের নিয়ে ফ্রন্টাল শাখা গড়ে তোলার দিকে অগ্রসর হতে হবে। এলাকায় এদের প্রয়োজনে সহযোগী সদস্য হিসাবে যুক্ত করা যেতে পারে।

৩. জেলাভিত্তিক পরিস্থিতি ও সমস্যা চিহ্নিত করে নির্দিষ্ট সুপারিশ এলে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয়। প্রাপ্ত রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে কৃষক সাব কমিটির সভায় পার্টি গঠনের মূল বিষয়টি সেভাবে আলোচনা হয় না। প্রাধান্য পায় না শিক্ষার বিষয়টি। ট্রেড ইউনিয়ন সাব কমিটিতে ইদানীং এই বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। রাজ্যস্তরে মহিলা ও ছাত্র-যুব ফ্রন্টে এই আলোচনা করার চেষ্টা হচ্ছে। মহিলা পার্টি সদস্য বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সাব কমিটিরও দায়িত্ব রয়েছে। তরুণ পার্টি সদস্য বৃদ্ধি করার ব্যাপারে ছাত্র ও যুব সাব কমিটি/ফ্রাকশন কমিটির ভূমিকা পালনের অবকাশ রয়েছে। নতুন সর্বক্ষণের কর্মী গড়ে তোলার বিষয়টির প্রতি সাব কমিটি, ফ্রাকশন কমিটি ও যেখানে পার্টি টিম রয়েছে তাদের পক্ষ থেকে যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। ফ্রন্টের কাজের মধ্য দিয়ে গণসংগঠনের সর্বক্ষণের কর্মী গড়ে তোলার বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সাব কমিটি ও ফ্রাকশন কমিটির পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট ফ্রন্টে পার্টি শিক্ষার ব্যাপারে আরো বেশি গুরুত্ব দেওয়ার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

৪. রাজ্য সাব কমিটি/ফ্রাকশন কমিটির রিপোর্ট ৬মাস অন্তর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে পেশ করতে হবে। রাজ্য কমিটিতে সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ সাব কমিটি/ফ্রাকশন কমিটির কাছে প্রেরণ করবে। ট্রেড ইউনিয়ন সাব কমিটিকে ফ্রাকশন কমিটির কার্যধারার ব্যাপারে অবহিত থাকার সাথে সাথে গাইড করার দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই সংক্রান্ত সমস্ত রিপোর্ট নির্দিষ্ট সময় অন্তর রাজ্য কমিটির সভায় পেশ করতে হবে। তার ভিত্তিতে রাজ্য কমিটি আলোচনা করবে।

জেলা কমিটিতেও এইভাবে ৬মাস অন্তর রিপোর্ট সংগ্রহ করে আলোচনার ব্যবস্থা করতে হবে। গণসংগঠন সম্পর্কিত আলোচনা কমপক্ষে বছরে একবার রাজ্য কমিটিতে করার ব্যবস্থা করতে হবে। জেলা কমিটি স্তরেও এটা হওয়া প্রয়োজন। গণসংগঠনের কেন্দ্রীয় দায়িত্বে (রাজ্য ও জেলা স্তরে) যাঁরা রয়েছেন তাঁদের পার্টির অন্য দায়িত্ব বেশি না দেওয়া উচিত। এই ব্যবস্থা না থাকায় গণফ্রন্ট ও পার্টি দু'টোই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাস্তব অভিজ্ঞতা এটাই। প্লেনামের পর এব্যাপারে প্রয়োজনীয় সংশোধনাত্মক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। মূল গণসংগঠনগুলির রাজ্য স্তরের সভাপতি ও সম্পাদক উভয়েরই পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হওয়া প্রয়োজন ।

৫. গণফ্রন্টে ফ্রাকশনসদস্যদের মাধ্যমে পার্টি নীতি ও সিদ্ধান্ত কার্যকর হচ্ছে কিনা দেখাই ফ্রাকশন কমিটির একটা প্রধান কাজ। কিন্তু ফ্রাকশন কমিটি এরকম কাজ করতে এখনও অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। গণফ্রন্টে পার্টি সদস্যদের দিয়ে রাজনৈতিক কাজ করানোর পরিকল্পনা রচনা ও চেক-আপ করা সাব-কমিটি এবং ফ্রাকশন কমিটির মূল কাজের অন্যতম। রাজনৈতিক কাজ বলতে পার্টির পত্র-পত্রিকা ও পুস্তিকার প্রচার, মতাদর্শগত প্রচার ইত্যাদি। কিন্তু গণসংগঠনের কমিটিতে যেসব বিষয় আলোচনা হবার কথা, সেগুলিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাব কমিটি, টিম বা ফ্রাকশনে আলোচনা হয়। এই ত্রুটি সংশোধনে হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

৬. গণফ্রন্টে অগ্রণী কর্মীদের এ জি-তে অন্তর্ভুক্তি, প্রার্থী সদস্যপদ দেওয়া ইত্যাদির সুপারিশ ও পার্টি গঠনের কাজও সাব কমিটি, ফ্রাকশনকমিটি করতে পারে। কিন্তু গণফ্রন্টের অগ্রণী কর্মীদের পার্টিতে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে অনেকসময় বাধা হয়ে দাঁড়ায় পার্টি শাখা বা লোকাল কমিটি। গণসংগঠন সম্পর্কে পার্টির নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে শাখা ও লোকাল কমিটিগুলির উপলব্ধির ঘাটতি আছে। গণফ্রন্টের যতই ভালো কর্মী হোক, শাখা এলাকায় পার্টির কাজ করে না–এই অজুহাত দিয়ে অনেকসময় তাদের এ জি বা পার্টিতে অন্তর্ভুক্তি করার পথে বাধা তৈরি করা হয়। সাব-কমিটি এবং ফ্রাকশন কমিটির মূল্যায়ন ও সুপারিশ পার্টি কমিটির মাধ্যমে শাখার কাছে অন্তর্ভুক্তির জন্য পাঠাতে হবে। গণফ্রন্টের মাধ্যমে বিরাট অসংগঠিত জনগণের কাছে পার্টিকে নিয়ে যাওয়া এবং লড়াই-সংগ্রামে গণফ্রন্টের অগ্রণী কর্মীদের পার্টিতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত চেতনা তৈরির পদক্ষেপ সর্বস্তরে গ্রহণ করা জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে।

৭. গণসংগঠনগুলির সদস্য সংগ্রহের বিষয়টির প্রতি আরো বেশি নজর দেওয়া প্রয়োজন। সদস্য তালিকা রেখে সদস্যদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। সন্ত্রাসের এলাকাতেও সদস্য সংগ্রহের ব্যাপারে গুরুত্বসহকারে অগ্রসর হতে হবে। সদস্যদের নিয়ে আলোচনা/সভা করার বিষয়টি গুরুতরভাবে অবহেলিত। গণসংগঠনগুলির ইউনিট স্তরে প্রতি বছর সদস্য পুনর্নবীকরণের পরই সম্মেলন করা প্রয়োজন। গণসংগঠনগুলির সদস্য সংগ্রহের ব্যাপারে সমন্বয়ের বড় বেশি প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন গণসংগঠনের সদস্য সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট নেতৃত্বের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে

ক্যালেন্ডার দিতে পারলে সুবিধা হয়। পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন গণফ্রন্টে কর্মরত পার্টি সদস্যদের নিয়ে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক দৃষ্টিকোণ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। তাঁদের অবশ্যই অবহিত হতে হবে গণফ্রন্ট ও 'গণসংগঠন সম্পর্কে পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি' সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটির দলিল ।

আরো কয়েকটি গণসংগঠন প্রসঙ্গে :

১. সমাজে বিজ্ঞান চেতনার বিকাশ ঘটানো, সাক্ষরতার প্রসার ঘটানো, প্রতিবন্ধীদের স্বার্থ রক্ষা, শিশু-কিশোরদের মধ্যে উন্নত মূল্যবোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন গণসংগঠন কাজ করছে। প্রতিবন্ধীদের সংগঠনও রয়েছে। এইগুলি অপ্রচলিত ধরনের গণসংগঠন। দলিত সংগঠন, আদিবাসীদের সংগঠন, সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক মঞ্চ এগুলিও অপ্রচলিত ধরনের গণসংগঠন হিসাবে বিবেচিত হবে। বৃহত্তম গণতান্ত্রিক মঞ্চ হিসাবে গণসংগঠনগুলিকে গড়ে উঠতে সাহায্যের বড় বেশি প্রয়োজন। এই ধরনের সংগঠনগুলি পরিচালনায় অনেক বেশি সচেতন প্রয়াস প্রয়োজন। এক্ষেত্রে উপলব্ধির দুর্বলতা এই ধরনের সংগঠনগুলির ব্যাপক প্রসারে বাধা তৈরি করছে। পরিচালনার ভ্রান্তির কারণে নেতিবাচক ও অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতা হয়েছে। এক্ষেত্রে জেলায় জেলায় পার্টির পক্ষ থেকে আরো বেশি সতর্ক পরিচালনার প্রয়োজন রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ধরনের সংগঠনগুলির উপযোগিতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয় না।

২. বস্তি সংগঠন রাজ্যের শহর ও শহরতলিতে অনেক বেশি শক্তিশালী হিসাবে গড়ে ওঠার অবকাশ রয়েছে। শহর ও শহরতলিতে গরিব মানুষ ও বস্তির সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। বস্তিবাসী মানুষদের নিয়ে ব্যাপক ভিত্তিক বস্তি সংগঠন গড়ে তোলাই আমাদের কাম্য। আদিবাসী, বঞ্চিত মানুষদের সংগঠন ও সামাজিক সংগঠনগুলিকে অত্যন্ত শক্তিশালী হিসাবে গড়ে তোলার অবকাশ রয়েছে। পেশাভিত্তিক নানা ধরনের সংগঠন জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে কাজ করছে। প্রত্যেকটির গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই সমস্ত গণসংগঠনগুলির শক্তি রক্ষা করে সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন।

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রেণি ও গণসংগ্রামের নতুন অভিমুখ

গণসংগঠনের কার্যধারা সম্পর্কে সর্বভারতীয় প্লেনামের নতুন নির্দেশ ও রাজ্যে তার বাস্তবায়ন :

নয়া-উদারনীতির প্রভাবে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও বিভিন্ন শ্রেণির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এসেছে তার নিরিখে কৃষির সঙ্গে যুক্ত শ্রেণিগুলি, শ্রমিকশ্রেণি এবং শহর এলাকায় ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে গণসংগ্রামের নতুন দিকনির্দেশ কলকাতা প্লেনাম থেকে দেওয়া হয়েছে। তা কার্যকর করা ও অগ্রগতির সময়ভিত্তিক পর্যালোচনা শুরু করতে হবে।

(ক) শ্রমিক ফ্রন্টের নোট যা প্রস্তুত করা হয়েছে সেখানে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটেছে তার উল্লেখ করা হয়েছে।

১. গ্রামে নতুন প্রজন্মের শ্রমিকশ্রেণির অভ্যুদয় ঘটেছে। পরিযায়ী শ্রমিক বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২. গ্রামই অ-কৃষি শ্রমিক বাড়ছে। সব মিলিয়ে গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণিদের সংগঠিত করতে হবে।

৩. ট্রেড ইউনিয়ন, খেতমজুর ইউনিয়ন নিয়ে ব্লক ভিত্তিক ফেডারেশন গড়া। পার্টির নিজস্ব উদ্যোগে এই ফেডারেশন গড়ে তোলার সুযোগ রাখা হয়েছে।

৪. আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পে কর্মরত মেধা শ্রমিকদের সংগঠিত করার জন্য বিশেষ পরিকল্পনা ও উদ্যোগ প্রয়োজন।

৫. অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের বাসস্থানের এলাকাভিত্তিতে সংগঠিত করতে হবে।

৬. পরিষেবার ক্ষেত্রে যুক্ত শ্রমিকদের সংগঠিত করার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে।

৭. সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত মহিলাদের সংগঠিত করা। আদিবাসী ও পশ্চাদপদ অংশের শ্রমিকদের ওপর জোর দিতে হবে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

৮. নানা ধরনের সমাজকল্যাণমূলক কাজে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে ভূমিকা পালন করতে হবে।

৯. শ্রমিকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের বিরুদ্ধে আপসহীন প্রচার চালাতে হবে। সেই জন্যে প্রচার উপকরণ, পুস্তিকা প্রভৃতি প্রস্তুত করতে হবে।

১০. তরুণ ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী গড়ে তোলার জন্য এখনই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলিকে বিবেচনায় রেখে শ্রমিক ফ্রন্টে বাস্তব অবস্থায় করণীয় স্থির করে কাজের অগ্রগতির বিষয় নিয়ে আগামী বছর মার্চ-এপ্রিল মাসে রাজ্য কমিটিকে পর্যালোচনা করতে হবে।

(খ) কৃষির সঙ্গে যুক্ত শ্রেণিগুলি

১. গ্রামাঞ্চলে গরিব অংশ অর্থাৎ খেতমজুর, কায়িক শ্রমিক, গরিব কৃষকদের সংগঠিত করতে মজুরি, জমিসহ শোষিত অংশের সমস্ত বিষয়গুলিকে তুলে ধরতে হবে।

২. সমগ্র কৃষক সমাজের স্বার্থে আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে আন্দোলনের স্পষ্ট অভিমুখ

এমনভাবে পরিবর্তিত করতে হবে যা খেতমজুর, গরিব কৃষক, মাঝারি কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী অংশের স্বার্থকে কেন্দ্রবিন্দুতে রাখবে। মহিলা, আদিবাসী, তফসিলি জাতি ও সংখ্যালঘু অংশের প্রতিনিধিদের কৃষক-খেতমজুর আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে দায়িত্ব দিতে হবে।

৩. সমবায় আন্দোলনকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে ছোট ও মাঝারি কৃষককে রক্ষা করা যায়।

৪. সেচের উন্নয়ন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রতিরোধ বা পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে এই প্রশ্নে খেতমজুর, গরিব কৃষক, মাঝারি কৃষকদের সংগঠিত করতে হবে।

৫. রাজ্যে খেতমজুরদের সংগঠন গড়ে তোলার কাজ চলছে। এই ব্যাপারে সমগ্র পার্টিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। সামনেই সম্মেলন। উন্নতমানের উপযুক্ত কর্মীদের খেতমজুর সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। যেখানে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন নেই গ্রামাঞ্চলে আপাতত অকৃষিকাজে যুক্ত শ্রমিকদের খেতমজুর সংগঠনের সদস্য করতে হবে। রেগা প্রকল্পে যুক্ত শ্রমজীবীদের সংগঠিত করার বিষয় গুরুত্বপূর্ণ।

কৃষক ফ্রন্টের কার্যধারা, খেতমজুরদের সংগঠনকে দ্রুত জেলায় জেলায় প্রসারিত ও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে কতখানি অগ্রগতি ঘটাতে সমর্থ হলাম তার বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে আগামী বছর জুন মাস নাগাদ করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে শ্রেণি ও পেশাগত অবস্থানের পরিবর্তনগুলির এবং পরিযায়ী শ্রমজীবীদের বিষয়ে সমীক্ষার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।

(গ) মধ্যবিত্ত ও শহর এলাকায় কাজ

১. বস্তিতেই সবচেয়ে বেশি শহরের মানুষ বসবাস করেন। আর্থিক সংকট, জীবন-জীবিকার সমস্যা, স্বল্প মজুরিতে শ্রমিক বাহিনীতে যোগদান বাড়বে। তাই বস্তি সংগঠনের কাজকে প্রসারিত ও শক্তিশালী করতে হবে। বস্তি সংগঠন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজ অগ্রসর হতে পারে।

২. শহরাঞ্চলে মধ্যবিত্তদের এক বিশাল অংশ বসবাস করে। নয়া-উদারনীতির যুগে মধ্যবিত্তদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষিত হচ্ছে। মধ্যবিত্তদের মধ্যে নিম্ন ও মধ্য স্তর – এদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা দরকার। এদের কাছে পৌঁছানো ও আমাদের দিকে এদের আকৃষ্ট করার জন্য সংগঠনের নতুন রূপ, নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

৩. আবাসস্থলের 'অ্যাসোসিয়েশন', নাগরিক ফোরাম, সাংস্কৃতিক মঞ্চ, পরিবেশ রক্ষা কমিটি, জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ড্রাগ বিরোধী মঞ্চ, দুর্নীতি বিরোধী মঞ্চ, শিশুদের নানা ধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পরিবেশ দূষণ বিরোধী মঞ্চ, ক্রীড়া সংগঠন প্রভৃতি গড়ে তোলার সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। প্রবীণ মানুষদের তথা অবসরপ্রাপ্তদের জন্য সংগঠন, বৃদ্ধদের সহায়তা প্রকল্প প্রভৃতির কথা ভাবা প্রয়োজন। ক্ষুদ্র পত্রিকা, দেওয়াল পত্রিকা, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী তৈরি করার মতো বিষয়গুলিকে নিয়ে ভাবতে হবে। এই ধরনের আরো

নতুন সংগঠনের কথা ভাবতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে যেন খবরদারির মানসিকতা না থাকে। মধ্যবিত্ত সংগঠন এবং গণসংগঠনগুলি সোস্যাল মিডিয়াকে আরো উন্নত পর্যায়ে ব্যবহারের উদ্যোগ নিতে পারে। এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। জনগণের স্বার্থবাহী এন জি ও-র সাথে পার্টির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই একমাত্র যুক্ত হওয়া যেতে পারে।

শহরের নাগরিকদের মধ্যে অধিকার সংক্রান্ত আন্দোলন গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে। গণলাইনের কথা মনে রেখে গণসান্নিধ্যে প্রত্যেক পার্টি সদস্যকে সামাজিক ইস্যুগুলিতে হস্তক্ষেপ করা এবং যথাসম্ভব সামাজিক সংগঠনগুলির সঙ্গে যুক্ত থাকার চেষ্টা করতে হবে।তবে মধ্যবিত্তদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে মতাদর্শগত ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। মধ্যবিত্ত মানুষদের নিয়ে শহর ও শহরতলি এলাকায় বিভিন্ন ধরনের সংগঠন ও তার কাজের পদ্ধতির মত বিষয় নিয়ে কর্মশালা আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে সংগঠিত করতে হবে। তার পূর্বে জেলার থেকে রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে।

৪. সামাজিক বিষয়গুলিতে পার্টি ও গণফ্রন্টের হস্তক্ষেপ অনেক বেশি প্রয়োজন। নিয়মিত পর্যালোচনা রিপোর্ট উচ্চতর কমিটির কাছে পাঠানোর কাজ এখন থেকে শুরু করতে হবে।

উপসংহার

বর্তমান সময়ে আমাদের অভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে:

১) পশ্চিমবঙ্গে ফ্যাসিস্তসুলভ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ২) সঙ্ঘ পরিবার ও মোদী সরকারের সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ এবং সমস্তরকমের মৌলবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা ৩) নয়া-উদারনীতির বিরুদ্ধে জীবনজীবিকা রক্ষা।

মতাদর্শে উন্নত, দৃঢ় গণভিত্তিসম্পন্ন ও শক্তিশালী সংগঠনের মাধ্যমে এই সংগ্রামকে সংহত, সমন্বিত ও ব্যাপকতর করে গড়ে তোলার প্রধান দায়িত্ব আমাদের পার্টি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-কে পালন করতে হবে।

সংগঠন সম্পর্কিত প্রস্তাব

১। প্রেক্ষিত

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির এই প্লেনাম

- ✶ বিশ্ব পুঁজিবাদী সংকট ও দুনিয়াজোড়া উগ্র দক্ষিণপন্থী রাজনীতি ও ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলির উত্থানের বর্তমান পর্বে
- ✶ কেন্দ্রে উগ্র ধর্মীয় ফ্যাসিস্তসুলভ সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের রাজনৈতিক শাখা ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারের শাসনকালে দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ; দেশের গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, অখণ্ডতা, স্বাধীন বৈদেশিক নীতি বিসর্জন; এবং জনগণের জীবন-জীবিকার ওপরে আগ্রাসী নয়া উদারবাদী অর্থনীতির ক্রমাগত আক্রমণের পাশাপাশি,
- ✶ পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের দ্বিতীয় দফায় রাজ্যকে বিরোধীশূন্য করার ফ্যাসিস্তসুলভ অভিযান এবং রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তসহ সমস্ত মেহনতি মানুষের রুটি-রুজির উপর নজিরবিহীন আক্রমণের প্রেক্ষাপটে, গৃহীত আন্দোলন-সংগ্রামের কর্মসূচির ওপর ভিত্তি করে শ্রেণি সংগ্রাম ও গণসংগ্রামকে আরো তীব্র করার পাশাপাশি সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামগুলিকে যুক্ত করে রাজ্যের বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির মোর্চা গঠনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে গণ লাইনের উপরে ভিত্তি করে একটি বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার লক্ষ্যে পার্টির সর্বভারতীয় সাংগঠনিক প্লেনামের নির্দেশমতো নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

২। গণ লাইন

এই প্লেনামের মূল আহ্বান হলো পার্টির মতাদর্শ-রাজনীতি ও আন্দোলন-সংগ্রামের কর্মসূচি নিয়ে জনগণের কাছে যেতে হবে; নিবিড় ও নিরন্তর গণসংযোগের মধ্যে দিয়ে জনগণের প্রতিক্রিয়া, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাগুলি নিয়ে আসতে হবে সেগুলির পর্যালোচনার ভিত্তিতে আবার তাঁদের কাছে ফিরে যেতে হবে। এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সমগ্র পার্টির বোঝাপড়া ও কাজের ধারাকে ক্রমাগত উচ্চতর স্তরে উন্নীত করে ক্রমাগত বেশি বেশি মানুষের আস্থা অর্জন করতে হবে; শ্রেণি শক্তিসমূহের ভারসাম্যের পরিবর্তন করতে হবে। পার্টির মধ্যে গতানুগতিকতা, ধরাবাঁধা রুটিনসর্বস্ব কাজের ধারা সংশোধন করে রাজ্য কমিটি থেকে শুরু করে পার্টি শাখার সকল সদস্য পর্যন্ত এই কাজে শামিল করার ভিত্তিতে পার্টি সংগঠনকে 'স্ট্রিম লাইন' করতে হবে।

৩। বিপ্লবী পার্টি

৩.১ একটি বিপ্লবী পার্টি গঠনের প্রাথমিক শর্ত হলো পার্টিকে কেবল সক্রিয় সদস্যদের সংগঠনে পরিণত করা ও অবাঞ্ছিত সদস্যদের থেকে মুক্ত করা। শারীরিক কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম কমরেডদের চিহ্নিত করে এঁদের সঙ্গে কমরেডসুলভ আলোচনার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ইউনিটের সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া প্রয়োজন। তবে বহু পুরাতন কমরেড কর্মক্ষম না হলেও পার্টিতে তাঁদের অবদানের কথা বিচার করে তাঁদের পার্টি সদস্যপদ বজায় রাখা যাবে। কলকাতা প্লেনাম নির্দেশিত পার্টি সদস্যদের করণীয় ন্যূনতম পাঁচটি কাজ সম্পাদনের মাপকাঠির ভিত্তিতেই সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়দের চিহ্নিত করতে হবে। এখন থেকেই উচ্চতর কমিটি থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কয়েকজন কমরেডদের নিয়ে গড়া একটি টিমের উপস্থিতিতে প্রতি ইউনিটে এই কাজ শুরু করতে হবে যাতে আসন্ন পুনর্নবীকরণ ও পার্টি সদস্যপদ স্ক্রুটিনির কাজ শুরু হবার পূর্বেই নিষ্ক্রিয়দের সক্রিয় হবার সুযোগ দেওয়া যায়। কোন সদস্য এই কাজে ব্যর্থ হলে তাঁদের সদস্যপদ খারিজ হবে। এছাড়া, ত্রুটি সংশোধনে অক্ষম ও অবাঞ্ছিতদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। স্ক্রুটিনি ও পুনর্নবীকরণের কাজের ভিত্তিতে কেবল সক্রিয় সদস্যদের নিয়ে পার্টি শাখাগুলির পুনর্গঠন করতে হবে। এতে শাখার সংখ্যা কমবে, কাজের এলাকা বাড়বে। কেবল এইভাবেই একটি গণলাইন নির্ভর বিপ্লবী পার্টির উপযোগী প্রাথমিক ইউনিটগুলিকে কার্যকর রূপ দেওয়া যাবে।

৩.২ বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আন্দোলন-সংগ্রামে ও গণসংগঠনের কাজে পরীক্ষিত কমরেডদের পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত করতে প্রথমে এ জি-তে সংগঠিত করতে হবে। এ জি সদস্যদের পরিচর্যা ও রাজ্য সম্মেলনগুলিতে নির্দেশিত ৮ দফা পূর্বশর্তের ভিত্তিতে প্রার্থী সভ্যপদ দেওয়ার সময় শ্রমিক, খেতমজুর, গরিব কৃষকদের অগ্রাধিকার দেওয়ার পাশাপাশি প্রতি শাখায় কমপক্ষে ১ জন মহিলা ও অপেক্ষাকৃত তরুণ বিশেষত ৩১ বছরের কমবয়সিদের আপাতত অন্তত ২ জনকে অন্তর্ভুক্ত করতেই হবে। এছাড়া, পার্টি ইউনিটের এলাকাধীন জনসমষ্টির মধ্যে আদিবাসী, তফসিলি জাতি, ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের অনুপাতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পার্টিতে অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট ইউনিটে পাঁচ দফা কাজের পর্যালোচনার ভিত্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রার্থী সভ্যদের পূর্ণ সভ্যপদ দিতে হবে। এছাড়া, শ্রমিক কৃষক যুব ছাত্র মহিলা প্রভৃতি গণফ্রন্টের সক্রিয় কর্মীদের জেলা ও মধ্যবর্তী কমিটির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ফ্রন্ট ভিত্তিক শাখায় সংগঠিত করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে এঁদের কাউকে কাউকে এলাকা ভিত্তিক শাখায় সহযোগী সদস্য হিসাবে রাখা যেতে পারে। সন্ত্রাসকবলিত এলাকাগুলিতে অতীত ও বর্তমান অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে নতুন কাজের ধারা উদ্ভাবন ও আয়ত্ত করতে হবে।

৩.৩ শাখা ও তার সদস্যদের সক্রিয়তা মূলত শাখা সম্পাদকের দক্ষতার ওপরে নির্ভর করে। আমাদের পার্টি সংগঠনে পার্টি শাখার অপরিসীম গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে শাখা সম্পাদকের যোগ্যতা, দক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে কোনভাবেই আপস করা

যায় না।

দ্বিতীয়ত, পার্টি শাখার কর্মতৎপরতা উচ্চতর কমিটির কর্মক্ষমতার প্রতিফলনমাত্র। শাখার দুর্বলতা আসলে উচ্চতর কমিটির দুর্বলতা– একথা মনে রেখে মধ্যবর্তী কমিটি ছাড়াও দায়িত্বপ্রাপ্ত উচ্চতর কমিটির সদস্যদের সাথে সমন্বয়ের ভিত্তিতে জেলা কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে সুনির্দিষ্টভাবে এক বা একাধিক শাখার পরিচর্যার দায়িত্ব নিতে হবে। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীসহ রাজ্য কমিটির সদস্যদের মাসে অন্তত একটি শাখা সভায় উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। জেলা কমিটির উদ্যোগে দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজ্য কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে বছরে দু'বার শাখা সম্পাদকদের নিয়ে কর্মশালা ও কাজের ধারার উন্নতির লক্ষ্যে পর্যালোচনা করতে হবে।

৩.৪ শাখাগুলির পুনর্গঠনের ভিত্তিতে মধ্যবর্তী কমিটিগুলির পুনর্গঠনের প্রশ্নটি জেলার সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক-সাংগঠনিক অবস্থা, নির্বাচনী ক্ষেত্র ও প্রশাসনিক এলাকা ইত্যাদি বিচার করে দ্রুত নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। সালকিয়া প্লেনামের 'গণ বিপ্লবী পার্টি' গঠনের আহ্বান বাস্তবায়নের একটি পর্যায়ে বৃদ্ধির সমস্যা মোকাবিলা করার প্রয়োজনে জোনাল কমিটিগুলি বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন সময়ে হলেও রাজ্যের সর্বত্র গঠিত হয়েছিল। এগুলি 'গুণগত মান অক্ষুণ্ণ রেখে প্রসার' – সালকিয়া প্লেনামের আহ্বানের এই মর্মবস্তুর সঙ্গে বহু ক্ষেত্রেই অসংগতিপূর্ণ হয়ে পড়ে বলে অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে। জেলা ও শাখার মধ্যে একটিমাত্র মধ্যবর্তী কমিটি হিসাবে 'এরিয়া কমিটি' গঠনের লক্ষ্য অর্জনের সময়সীমা আগামী জুন মাসের মধ্যেই চূড়ান্ত করতে হবে। এলাকার আয়তন, শাখা ও সদস্য সংখ্যার বিচারে এগুলির আকার লোকাল কমিটির তুলনায় বড় কিন্তু জোনাল কমিটির তুলনায় ছোট হবে। বর্তমান লোকাল ও জোনাল কমিটির সদস্যদের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক বিচারে কর্মক্ষম কমরেডদের নিয়ে এগুলি গঠন করতে হবে। অন্যদের এই প্লেনামের রিপোর্টে নির্দেশিত পথে বিভিন্ন কাজে যুক্ত করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় শ্রমজীবী, মহিলা, সংখ্যালঘু, তফসিলি, আদিবাসী ও তরুণ কমরেডদের আনুপাতিক হার যাতে বৃদ্ধি পায় এবং কোনক্রমে না কমে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৪। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা

৪.১ পার্টি সংগঠনের মূল নীতি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার বিরোধী ফেডেরেলিজম, উপদলীয় মনোভাব, উদারনীতিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, তোষামোদপ্রিয়তা, মনগড়া ধারণা ও পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে পরিস্থিতি ও কমরেডদের মূল্যায়ন করা এবং আমলাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে পার্টির অভ্যন্তরে সর্বস্তরে সংগ্রাম চালাতে হবে। রাজ্য নেতৃত্বের স্তর থেকেই এই কাজ শুরু করতে হবে। অক্টোবর মাসের মধ্যে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের জেলা ও বিভিন্ন ফ্রন্টগত নিজ নিজ দায়িত্বপ্রাপ্ত কাজের রিপোর্ট ও প্রস্তাবের ভিত্তিতেই নভেম্বর মাসের মধ্যে খোলামেলা সমালোচনা-আত্মসমালোচনার মধ্যে দিয়ে কাজের যৌথ মূল্যায়ন করতে হবে। এই স্তর থেকেই

ত্রুটি সংশোধনের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। প্রয়োজন দায়িত্বের পুনর্বণ্টন করতে হবে। সমগ্র বিষয়টি রাজ্য কমিটির কাছে রিপোর্ট করতে হবে, মতামত নিতে হবে ও জানুয়ারি মাসের মধ্যে রাজ্য কমিটি সদস্যদের ক্ষেত্রেও একই প্রক্রিয়া প্রযোজ্য হবে। রাজ্য কেন্দ্রকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি জেলা কেন্দ্রগুলিকেও যৌথ কাজের ভিত্তিতে সক্রিয়, তৎপর ও শক্তিশালী করতে হবে। জেলা কমিটি থেকে শুরু করে পার্টির সমস্ত ইউনিটগুলিকে মার্চ মাসের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। যৌথ কর্মধারার মূল তিনটি ভিত্তি হলো- যৌথ সিদ্ধান্ত, ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও যৌথ চেপ-আপ।

৪.২ সর্বভারতীয় কলকাতা প্লেনামে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার প্রয়োগে ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধনের চাবিকাঠি হিসাবে আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রকে প্রসারিত করতে তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে বলা হয়েছে। এই প্লেনামের নির্দেশ মতো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সংগ্রাম সংগঠনগত সিদ্ধান্তগুলি পার্টি চিঠি আকারে সমস্ত পার্টি ইউনিটে পাঠিয়ে দিতে হবে। সমস্ত ইউনিটে এই সিদ্ধান্তগুলির রূপায়ণের রিপোর্ট নেওয়ার পাশাপাশি এগুলি সম্পর্কে তাঁদের মতামত নিতে বলা হয়েছে। ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই এই রিপোর্ট আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতার বিনিময় প্রক্রিয়া চালু করতে হবে।

৫। পার্টি ও গণফ্রন্ট–সংগ্রামের নতুন দিশা

আগামী ছয় মাসের মধ্যে রাজ্য ও জেলা কমিটিগুলিকে গণফ্রন্ট ভিত্তিক গণতান্ত্রিক কাজের ধারা ও বিগত পার্টি কংগ্রেস ও প্লেনাম নির্দেশিত সংগ্রামের নতুন দিশা প্রয়োগ সুনিশ্চিত করতে হবে। জুন-জুলাই মাসে রাজ্য কমিটিকে এই বিষয়ে পর্যালোচনা করতে হবে। আগামী তিনমাসের মধ্যে জেলা কমিটিকে ছাত্র ফ্রন্টের বিষয়টি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। জেলাস্তরের গণসংগঠনের দপ্তরগুলি পার্টি দপ্তর থেকে স্থানান্তরিত করতে হবে। মূলত ৬টি গণসংগঠনসহ শহর ও শহরতলি এলাকায় শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্ত মানুষের বিভিন্ন ধরনের অপ্রচলিত নতুন সংগঠন ও তার কাজের পদ্ধতি নিয়ে প্লেনামের রিপোর্টে উল্লিখিত রাজ্য ফ্রাকশন কমিটিগুলির বর্ধিত সভার সুপারিশগুলি কার্যকর করতে হবে। এ বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে রাজ্য কমিটিকে এগুলি রূপায়ণের কর্মশালা সংগঠিত করতে হবে। জেলার রিপোর্টগুলি পর্যালোচনা করে এই কর্মশালার ভিত্তিতে রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে জেলাগুলিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা দিতে হবে।

৬। অগ্রাধিকার

প্রতিটি জেলা কমিটিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিক কাজের এলাকা (লাগাতার এলাকা হলে ভাল হয়) ও ফ্রন্ট চিহ্নিত করতে হবে। রাজ্যগতভাবে গ্রাম ও শহরের শ্রমজীবী, ছাত্র ও মহিলা ফ্রন্টের অগ্রাধিকারের বিষয়টি বিবেচনার মধ্যে রেখে জেলা নেতৃত্বকে ত্রৈমাসিক পর্যালোচনার কাজ এখনই শুরু করতে হবে। ২০১৭-র মার্চ মাসের মধ্যে স্থায়ী বুথ সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলার জন্য অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ বুথে সদা সক্রিয় বুথ পার্টি টিম গঠন করতে হবে।

পার্টি শাখা থেকে শুরু করে জেলা কমিটি পর্যন্ত সর্বস্তরেই এই কাজের নিয়মিত তদারকি করা দরকার। গণসংগঠনগত কর্মসূচি ও গণসংগ্রহের মাধ্যমে ২০১৭ সালের মধ্যে কমপক্ষে দু'বার সমস্ত পরিবারে পৌঁছানোর জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, দায়িত্ববণ্টন ও পর্যালোচনা করতে হবে।

৭। পার্টি পরিচালনা, গণসংগ্রাম ও সর্বক্ষণের কর্মীদের জন্য গণসংগ্রহ

পার্টি ও গণফ্রন্টগুলির বাজেট, তহবিল সংগ্রহ, নিয়মিত হিসাব রক্ষা ও নিরীক্ষার রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট সাব-কমিটির মাধ্যমে জেলা ও রাজ্য কমিটির কাছে পেশ করার কাজ নভেম্বর মাস থেকেই চালু করতে হবে। পার্টির তহবিল সংগ্রহের ৭০ শতাংশ গণসংগ্রহের মাধ্যমে সংগ্রহের বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে। পার্টি, গণফ্রন্টের তহবিল ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট কমিটির অনুমোদিত অন্তত তিনজনের নামে (স্থাবর সম্পত্তি ট্রাস্টের নামে) থাকতে হবে। বাজেট প্রস্তুত করা, আয়-ব্যয় ও হিসাব পরীক্ষার সময় সর্বক্ষণের কর্মীদের ন্যূনতম চাহিদার উপযোগী ভাতা নিয়মিত প্রদান ও আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রটি যাতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পায় তা সুনিশ্চিত করতে হবে। ২০১৭ সালের জুন মাসের মধ্যে প্রত্যেক মধ্যবর্তী কমিটির স্তরে আজকের চাহিদার উপযোগী একজন তরুণ সর্বক্ষণের কর্মী নিয়োগ করতে হবে। সর্বক্ষণের কর্মী প্রসঙ্গে ২৩তম রাজ্য সম্মেলনে কর্মী-নীতি নিয়ে যা বলা হয়েছে সেটাই বলবৎ থাকবে। অপ্রয়োজনীয় ব্যয় যথাসম্ভব কমাতে হবে। স্থায়ী দাতাদের তালিকা প্রস্তুত করে নিয়মিত সংগ্রহ ও জনপ্রতিনিধিদের বকেয়াসহ দেয় আদায় ইত্যাদির মাধ্যমে আয় বাড়াতে হবে। পুনর্নবীকরণের সময় রাজ্য ও জেলা কমিটির সদস্যদের আয়-ব্যয় ও সম্পত্তির হিসাব জমা দিতে হবে। ঐ হিসাব পরীক্ষা করে তার রিপোর্ট দু'মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কমিটি সভায় পেশ করতে হবে।

৮। মতাদর্শগত সংগ্রাম – পার্টির পত্র-পত্রিকা ও শিক্ষা শিবির

পার্টির পত্র-পত্রিকা সম্পর্কে এই প্লেনামের রিপোর্টে উল্লিখিত দুর্বলতাগুলি দূর করতেই হবে। প্রতিটি শাখাকে নিজস্ব তহবিল থেকে অন্তত পক্ষে একটি গণশক্তি ও দেশহিতৈষীর গ্রাহক হতে হবে। এছাড়া, প্রত্যেক পার্টি সদস্যের নিয়মিত পার্টি পত্রিকা পড়ার কাজটি নিশ্চিত করা অসম্ভব। হিন্দি ও উর্দুভাষী এলাকায় শাখাগুলিকে যথাক্রমে স্বাধীনতা বা কিষাণ মজদুর অন্তত এক কপি নিতে হবে। প্রত্যেক মধ্যবর্তী কমিটিকে এগুলি ছাড়াও পি ডি, নন্দন, মার্কসবাদী পথ, দি মার্কসিস্ট অন্তত পক্ষে এক কপি করে নিজ ব্যয়ে সংরক্ষণ করতে হবে। একাজ আগামী পুনর্নবীকরণের সময়সীমার মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে। এছাড়া, রাজ্য কমিটির স্থায়ী পার্টি স্কুলের মতো জেলায় জেলায় অনুরূপ পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। পার্টি পুস্তিকা, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বই-সাহিত্য প্রচার ও বিক্রয় নিয়মিত ব্যবস্থা করতে হবে। আত্মশিক্ষার পাশাপাশি পাঠচক্রও সংগঠিত করতে হবে। এসব ছাড়া কলকাতা প্লেনাম নির্দেশিত মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা অসম্ভব।

আহ্বান

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) তার জন্মলগ্ন থেকেই বহু আক্রমণ মোকাবিলা করে বহু শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বিকাশলাভ করেছে। **অনেক** প্রতিকূলতা মোকাবিলা করেই পার্টি শক্তিশালী হয়েছে। বাইরে শ্রেণি সংগ্রাম ও গণসংগ্রামের ময়দানে হাজার হাজার কমরেড শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন। অসংখ্য কমরেড সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছেন, ঘরছাড়া হয়েছেন, মিথ্যা মামলায় জেল ও হাজতবাস করেছেন। বাইরের এই সংগ্রামের পাশাপাশি পার্টি মতাদর্শগত সংগ্রামে দক্ষিণ ও বাম বিচ্যুতিগুলিকে পরাস্ত করে নতুন নতুন বিজয় অর্জন করেছে। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে পার্টি তার অবদান রেখেছে। আমাদের পার্টি এই সমস্ত সুমহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারের পতাকা বহন করছে। দুনিয়া, দেশ ও রাজ্যের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী ও ফ্যাসিস্তসুলভ আক্রমণ তীব্র হওয়ার পাশাপাশি গণপ্রতিরোধও শক্তি সঞ্চয় করছে। বিশ্ব পুঁজিবাদী সংকট, আমাদের দেশ ও রাজ্যের সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ক্ষেত্র ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। পার্টির রাজ্য কমিটির এই প্লেনাম রাজ্যের সমস্ত পার্টি ইউনিট সদস্য ও অনুগামীদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, শেষ বিচারে ইতিহাসের স্রষ্টা জনগণই হলেন আমাদের শক্তির প্রধান উৎস। বারবার যেতে হবে তাঁদের কাছে। জনগণের ওপরে বিশ্বাস রাখতে হবে এবং তাঁদের আস্থা অর্জন করার মতো আমাদের প্রত্যেককে যোগ্য হয়ে উঠতেই হবে। এই অসহনীয় পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্যে জনগণের আশু আদায়যোগ্য স্থানীয় দাবিগুলির অসংখ্য ধারাবাহিক সংগ্রাম গড়ে তুলে সেগুলিকে রাজ্যের ও দেশের জনগণের মৌলিক দাবিগুলি আদায়ের সংগ্রামে যুক্ত করে বাম ও গণতান্ত্রিক বিকল্প মোর্চা গড়ে তোলার পাশাপাশি স্বৈরতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী ব্যাপকতম মঞ্চে জনগণকে সমবেত করতে হবে। আমাদের পার্টির নিজস্ব শক্তি ও স্বাধীন উদ্যোগ বহুগুণ বৃদ্ধি করেই এই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। আমরা, কেবল আমরাই পারি এই কাজ সম্পন্ন করতে – এই আত্মবিশ্বাস নিয়েই পার্টিতে চিন্তার ঐক্য, সমচিন্তার ওপরে ভিত্তি করে ইচ্ছার ঐক্য, ইচ্ছার ঐক্যকে কাজের ঐক্যের স্তরে উন্নীত করে বর্তমান কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে নতুন নতুন সম্ভাবনাগুলিকে ব্যবহার করে গণপ্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও পরিশেষে প্রত্যাঘাতের সংগ্রামগুলি গড়ে তোলার ময়দানে যে কোনো আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে পার্টি জনগণের কাছে দায়বদ্ধ ও অঙ্গীকারবদ্ধ।